ANIMAL BIOGRAPHY;

OR,

INSTRUCTIVE AND ENTERTAINING

LESSONS

RESPECTING

THE BRUTE CREATION.

COMPILED BY THE LATE REV. J. LAWSON.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS, AND SOLD
AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1852.

নির্ঘণ্ট।

সিংহ।

হস্তী।

ব্যাঘ্র।

গণ্ডার।

জলহস্তী।

সিন্ধুঘোটক।

ভল্লুক। পৃষ্ঠ

বিড়াল।

শৃগাল।

ঘোটক।

গৰ্দ্দভ।

কুক্কুর।

সিংহ।

সিংহের আকারাদি।

সিংহের জন্মস্থান আফ্রিকা ও আশিয়া। এই এই দেশের মধ্যস্থলেই সিংহ জন্মিয়া থাকে। উষ্ণতা প্রযুক্ত যেখানে মনুষ্যেরা বাস করিতে পারে না সিংহ সেখানে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করে; শীতপ্রধান দেশে কখন থাকিতে পারে না। উষ্ণ দেশে উৎপন্ন এ প্রযুক্ত সিংহ স্বভাবতঃ অতিশয় রোষপরবশ ও বলশালী হয়। পূর্ব্বে আফ্রিকা ও আশি- য়ার মধ্যবর্ত্তি অরণ্যে অনেক সিংহ জন্মিত, এক্ষণে তথায় আর তত দেখিতে পাওয়া যায় না।

বনে থাকিলে সিংহের যেরূপ বল ও পরাক্রম থাকে গ্রামে অধিক দিন থাকিলে তাহার অনেক হ্রাস হইয়া যায়। মানবজাতির সহবাসে সিংহের স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্ত হয়; অর্থাৎ ইহারা পূর্ব্বতন উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে মৃদুভাব অবলম্বন করে।

কোন ব্যক্তি অনেক দিন এক সিংহের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিয়াছিল। সিংহ ক্রমে ক্রমে তাহার অত্যন্ত বশতাপন্ন হইল। সিংহপালক নির্ভয়চিত্তে কখন কখন উহার দন্ত ও জিহ্বা টানিয়া খেলা ও নানা কৌতুক করিত, তথাপি সিংহ বিরক্ত হইত না। ঐ ব্যক্তি সময়ে সময়ে প্রতিপালিত সিংহকে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিত। লোক-দিগকে কৌতুক দেখাইবার জন্যে উহার মুখের ভিতর আপন মস্তক দিত। সমাগত দর্শকদিগকে কহিয়া রাখিত সিংহ লাঙ্গূল সঞ্চালন করিলে আমাকে কহিবে। যাবৎ সিংহের লাঙ্গূল না নড়িত তত ক্ষণ তাহার মুখের ভিতর নির্ভয়ে মস্তক রাখিত, লাঙ্গূল চালনের উপক্রমেই বাহির করিয়া লইত। লোকেরা এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সিংহপালককে কিছু কিছু পুরস্কার দিত।

সিংহ লম্বে প্রায় ছয় হাত, উচ্চ প্রায় তিন হাত, ইহার লাঙ্গূল প্রায় তিন হাত লম্বা। সিংহের স্কন্ধে কোঁকড়া কোঁ-কড়া ঘন ঘন অনেক লোম আছে তাহার নাম কেশর। কেশর আছে বলিয়া সিংহকে অতি সুন্দর দেখায়। যখন সিংহ রাগে তখন কেশর সকল কণ্টকের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠে, ও দুই চক্ষু অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে থাকে।

বৃদ্ধ হইলে সিংহের কেশর ঝুলিয়া পড়ে। স্কন্ধ ভিন্ন আর আর অঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঙ্গলবর্ণ কোমল লোম আছে; কিন্তু তলপেটের লোম ঈষৎ শুক্লবর্ণ। সিংহের অপরিমিত বল, বড় বড় ষাঁড় মুখে করিয়া লম্ফ দিয়া বৃহৎ বৃহৎ নালা পার হইয়া যায়। সিংহের শব্দ অতিশয় ভয়ঙ্কর; রাত্রি কালে শব্দ করিলে মেঘগর্জ্জন বোধ হয়। সিংহী পাঁচ মাস গর্ভধারণ করিয়া এক বারে তিন চারিটী সন্তান প্রসব করে। শাবকেরা এক বৎসর পর্য্যন্ত স্তন্য পান করে। যৌবনাবস্থায় শরীরের অতিশয় সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য হয়। এই কালে তাহাদের তাদৃশ রাগ থাকে না। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সিংহ পূর্ণ পরাক্রম প্রাপ্ত হয়।

সিংহের বল ও পরাক্রম।

সিংহ যদি বলপূর্ব্বক ঘোটকের পৃষ্ঠে আঘাত করে, তাহা হইলে এক আঘাতেই তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। এই মহাবল পরাক্রান্ত পশু লাঙ্গূলের আঘাতে বলবান্ পুরুষকে ভূতলে পাতিত করিতে পারে। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সিংহ যে সকল পশুকে আক্রমণ করে অগ্রে তাহাদের প্রাণ বধ না করিয়া দন্তাঘাত করে না, এবং আঘাত করিবার সময়ে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া থাকে।

আফ্রিকার দক্ষিণে এক অন্তরীপ আছে। তথায় এক সাহেব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বিড়াল যেরূপ মূষিককে মুখে করিয়া অনায়াসে গমন করে, সেই রূপ এক

সিংহ তিন বৎসরের একটা গোরু মুখে করিয়া অবলীলা-ক্রমে চলিয়া গেল। পরিশেষে লম্ফ দিয়া একটা নালা পার হইয়া বনে প্রবেশ করিল।

আফ্রিকাবাসি স্পার্মন্ সাহেব কহিয়াছেন যে আমি আফ্রিকা দেশীয় অনেক লোকের সহিত বসিস্মান নদী-তীরে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম এক সিংহ একটা মহিষকে মুখে করিয়া পর্ব্বতে উঠিতেছে। আমার লোকেরা হঠাৎ তাড়া দেওয়াতে সিংহ মহিষ ফেলিয়া পলাইল। পরে দেখিলাম ভার লাঘবের নিমিত্ত সিংহ, মহিষের নাড়ী সকল বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল।

আফ্রিকা দেশে যে সকল মহিষ জন্মে তাহারা অন্যান্য দেশীয় মহিষ অপেক্ষা বড় ও বলবান্। সিংহ কেবল কৌ-শলক্রমে তাহাদিগকে শীকার করে। মহিষ যখন একাকী থাকে অতি গোপনে আস্তে আস্তে তাহার পশ্চাতে গিয়া লম্ফ দিয়া স্কন্ধের উপরে উঠে, এবং নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যে পর্য্যন্ত মহিষ না মরে তাবৎ মহিষের মুখ নাসিকা বদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু দুই তিন মহিষ একত্র হইলে কখন কখন সিংহকেও পরাজিত ও প্রাণবিযুক্ত করিয়া থাকে।

একদা কোন সাহেব পর্য্যটন কালে দেখিলেন নদী-তীরে এক সবৎসা মহিষীকে শীকার করিবার নিমিত্ত পাঁচটা সিংহ চেষ্টা করিতেছে। মহিষীর পশ্চাদ্ভাগে নদী, সুতরাং সে দিকে আক্রমণের সুযোগ ছিল না; আর মহিষী ভয়ঙ্কররূপে শৃঙ্গ সঞ্চালন করিতেছিল, সুতরাং সম্মুখেও ভয়ে আক্রমণ করিতে না পারিয়া ক্লান্ত হইয়া চলিয়া গেল। সিংহ অত্যন্ত বলশালী হইয়াও কখন কখন

ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্রু নামক এক সাহেব এক সিংহ পুষিয়াছিলেন। চারি বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সিংহ হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান্ হইল। একদা সাহেবের রাখাল সিংহের সম্মুখে এক পাল ছাগল লইয়া গেল। সিংহের ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়া সকল ছাগলই পলাইল, কেবল একটা, খুরদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া সিংহকে এমন পদাঘাত করিল যে সিংহ অচেতন হইল। পরে ছাগলটা আরও কয়েকটা পদাঘাত করাতে সিংহ সাতিশয় ভীত হইয়া ক্রু সাহেবের পশ্চাদ্‌ভাগে লুকাইয়া রহিল।

সিংহের কৃতজ্ঞতা।

রোম নগরে কোন ধনাঢ্য লোকের এক দাস ছিল। তাহার নাম আন্দ্রুক্লীস্। কার্য্যক্রমে সে কোন গুরুতর অপরাধ করাতে তদীয় প্রভু তাহার প্রাণ বধের আদেশ করিলেন। আন্দ্রুক্লীস্ প্রাণ বিনাশের উপক্রম দেখিয়া সুযোগক্রমে সে স্থানহইতে পলায়ন করিল, এবং নানা দেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে নুমিদিয়া দেশের মরু ভূমিতে উপস্থিত হইল। তথায় ক্ষুধা ও পিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে এক পর্ব্বতের গুহা দেখিতে পাইল, ও অত্যন্ত পথশ্রান্তি প্রযুক্ত ঐ গহ্বরে প্রবেশ করিয়া কিছু কাল অবস্থিতি করিল। পরে হঠাৎ এক সিংহকে নিকটে আসিতে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিল এই বারেই নিঃসন্দেহ আমার প্রাণ বিনাশ হইবে। কিন্তু সিংহ আসিয়া কোন অনিষ্ট করিল না, বরং উহার

জানুর উপর একখানি পা তুলিয়া দিয়া বিষণ্ণ বদনে উহার সর্ব্বাঙ্গ চাটিতে লাগিল। আন্দ্রুক্লীস্ প্রথমতঃ যৎ পরোনাস্তি ভীত হইয়াছিল এক্ষণে সিংহের স্নেহজনক ব্যবহারে বিশ্বস্ত হইয়া উহার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করত পদ-তলে এক কাঁটা ফুটিয়াছে ও রক্ত পড়িতেছে দেখিতে পাইল, এবং মনে করিল এই নিমিত্তই কাতর হইয়া সিংহ আমার নিকটে আসিয়াছে সন্দেহ নাই। অনন্তর নখদ্বারা কাঁটা বাহির করিয়া দিল। সিংহ সুস্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ গহ্বরহইতে প্রস্থান করিল, এবং ক্ষণ কালের মধ্যেই এক হরিণশাবক মুখে করিয়া পুনর্ব্বার আন্দ্রুক্লী-সের নিকটে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহার পদতলে মৃত হরিণ শাবক রাখিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া গেল। আন্দ্রুক্লীস্ সে দিন হরিণমাংস ভোজনদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল। এই রূপে আন্দ্রুক্লীস্ প্রতিদিন সিংহের আনীত নূতন নূতন মাংস আহার করিয়া সেই নির্জন স্থানে স্বচ্ছন্দে বাস করে।

কিছু দিন পরে সে মনে মনে চিন্তা করিল আমি স্বদেশে ফিরিয়া গেলে আমার প্রভু যদি পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ করিয়া প্রাণ বধ করেন, তাহাও এই নির্মনুষ্য অবান্ধব দেশে একাকী থাকা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ; অতএব এখানে আর আমি কদাচ থাকিব না। এই নিশ্চয় করিয়া স্ব-দেশে প্রত্যাগমন করিল। আন্দ্রুক্লীসের প্রভু কোন মহা-রণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, লোকদিগের আমোদ ও কৌতুকের নিমিত্ত অনেক সিংহ ধরিয়া নগরে আনি-লেন। একদা দৈবযোগে পলায়িত দাসকে পুনরাগত দেখিয়া তাহার পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট

হইয়া তাহার প্রাণ দণ্ড করিবার উদ্দেশে এই আজ্ঞা দিলেন, নগরস্থ সমস্ত লোকের সমক্ষে আমার আনীত সিংহের সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। নির্দ্ধারিত দিবসে এই কৌতুক দেখিবার জন্যে নগরের অনেক লোক আসিয়া একত্র হইল। আন্দ্রুক্লীস্ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এই ভয়ে কাঁপিতেছে, এমত সময়ে এক ক্ষুধার্ত্ত সিংহকে তাহার বিনাশের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিল। আন্দ্রুক্লীস্ নুমিদিয়া দেশে যে সিংহের পায়ের কাঁটা বাহির করিয়া দিয়াছিল এ সেই সিংহ। সিংহ ঝম্প দিয়া তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইল, এবং কিয়ৎ ক্ষণ এক দৃষ্টে অবলোকন করিয়া আপনার পূর্ব্বোপকারিকে চিনিতে পারিল, ও অসাধারণ প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক আন্দ্রুক্লীসের সর্ব্ব শরীর চাটিতে চাটিতে তাহার পদতলে লুটিয়া পড়িল। আন্দ্রুক্লীস্ও সিংহকে চিনিয়া পরম পুলকিত হইল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল, ও কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আন্দ্রুক্লীস্ আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। তাহার প্রভুও এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণে চমৎকৃত ও প্রীত হইয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

ইংলণ্ডদেশে প্রথম জেম্সের রাজত্ব সময়ে মরাকা নগরে আর্চরনামক এক সাহেব ছিলেন। তিনি আট্লাস্ পর্ব্বতে মৃগয়া করিতে গিয়া একটী শিশু সিংহ ও একটী শিশু সিংহীকে তাহাদিগের মাতৃক্রোড় হইতে কাড়িয়া আনেন ও রাজকীয় উদ্যানে রাখিয়া দেন। কিছু দিন

পরে শিশু সিংহী মরিয়া গেলে সিংহকে আপন বাটীতে আনিলেন। যাবৎ সিংহ সম্পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই, তত দিন অতি মৃদু ও অহিংসক ছিল। আর্চর সাহেব কার্য্যবশতঃ যখন মরাকা হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন ফ্রান্সদেশীয় কোন বণিক্‌কে সিংহ প্রদান করিলেন। বণিক্ উহা স্বদেশের নৃপতিকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। নৃপতিও ইংলণ্ডের অধীশ্বর প্রথম জেম্‌সকে উপঢৌকন দিলেন। ঐ সিংহ সাত বৎসর পর্য্যন্ত লণ্ডন নগরের পশুশালায় থাকে। তথায় নানা দেশোৎপন্ন অশেষবিধ অন্যান্য বন্য পশুও ছিল। সে খানে যাইতে কাহারও বারণ ছিল না। একদা আর্চর সাহেবের এক জন ভৃত্য স্বীয় আত্মীয়বর্গের সহিত পশুশালা দেখিতে গিয়াছিল। সে ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সিংহ তাহাকে চিনিতে পারিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি ও আহ্লাদ সূচক শব্দ করিতে লাগিল। পরে ভৃত্য পিঞ্জরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সিংহকে চিনিতে পারিল, ও রক্ষকের অনুমতিক্রমে দ্বার খুলিয়া পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্র সিংহ ভৃত্যকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সর্ব্ব শরীর চাটিতে লাগিল। পরে ভৃত্য সেখানহইতে প্রস্থান করিলে সিংহ কোপ ও শোক প্রকাশ পূর্ব্বক পিঞ্জরকে আন্দোলিত করিয়া বেড়াইতে লাগিল, ও চারি দিন পর্য্যন্ত কিছুই খাইল না।

প্রায় দুই শত বৎসর হইল নেপল্‌স দেশে অত্যন্ত মারীভয় হইয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজদের উকীল সর্ জর্জ ডেবিস্ সাহেব ফ্লরেন্স নগরে গমন করিয়াছিলেন।

একদা তিনি তথাকার নৃপতির পশুশালা দেখিতে যান। তথায় এক কোণে পিঞ্জরবদ্ধ এক সিংহ ছিল। রক্ষকেরা তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সিংহকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ডেবিস্ সাহেব পিঞ্জরের নিকটে আসিবামাত্র সিংহ আহ্লাদিত হইয়া পিঞ্জরের এক দেশে স্থির হইয়া বসিল। সাহেব গরাদের ভিতর দিয়া পিঞ্জরমধ্যে হস্ত প্রসারিত করিলেন, সিংহ চাটিতে লাগিল। রক্ষক সভয়ান্তঃকরণে সাহেবের হস্ত ধরিয়া সেখানহইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া কহিল, এই পশুশালায় যত পশু আছে সকল অপেক্ষা ঐ সিংহ অতি উগ্র ও ভয়াবহ, কোন প্রকারে পোষ মানে নাই; অতএব যদি প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে উহার নিকটে আর যাইবেন না। ডেবিস্ সাহেব রক্ষকের কথা না শুনিয়া পিঞ্জরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং গতমাত্র যেমন কুকুর আপন প্রভুকে দেখিলে আনন্দিত হয় সেইরূপ সিংহ সাহেবের স্কন্ধে আপনার পা তুলিয়া দিয়া ও মুখ চাটিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সাহেব পিঞ্জর মধ্যে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া সিংহকে প্রত্যালিঙ্গন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রচার হইলে নগরস্থ লোকেরা ডেবিস্ সাহেবকে মহাপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিল। ভূপতিও এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্বয়ং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত ডেবিস্ সাহেবকে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি আগমন পূর্ব্বক রাজাকে

উক্ত অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইয়া এই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, যে মহারাজ, বার্বরি দেশের কোন প্রধান সাংযাত্রিক আমাকে এই সিংহ দিয়াছিলেন। তখন এ অতি শিশু ছিল, হিংসা করিত না। বড় হইলে, পাছে কাহারও প্রাণ হিংসা করে এই ভয়ে, পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কখন কখন আত্মীয়দিগকে দেখাইবার জন্যে ছাড়িয়া দিতাম। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে খেলা করিতে করিতে কখন কখন পরিচারকদিগকে আঘাতও করিত। একদা এক মনুষ্যকে সাংঘাতিক নখাঘাত করাতে ইহাকে গুলি মারিয়া বধ করিতে অনুমতি দিয়াছিলাম। কিন্তু কোন বন্ধু বারণ করিয়া কহিলেন, এই সিংহ আমাকে দেও, আমি পুষিব। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তাঁহাকে দিলাম। কিন্তু মহারাজের পশুশালায় কিরূপে আসিয়াছে, কিছুই জানি না। ডেবিস সাহেবের কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, আপনি যে বন্ধুকে দিয়াছিলেন তিনিই আমাকে দিয়াছেন।

চল্লিশ বৎসর হইল লণ্ডননগরনিবাসী কোন সাহেব আফ্রিকা হইতে এক সিংহ ও সিংহী আনিয়া পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া আপন পশুশালায় রাখিয়াছিলেন, এবং যে কাফ্রী প্রথমাবধি উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিল তাহাকেও ঐ সমভিব্যাহারে আনিয়া উহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। সিংহ ও সিংহী কাফ্রিকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। কাফ্রী পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহারা তাহার গায়ে উঠিয়া বিড়ালশিশুর ন্যায়

ক্রীড়া কৌতুক করিত। কাফ্রী উহাদিগের বিষয়ে এমত নিঃশঙ্ক হইয়াছিল যে উহাদিগের সম্মুখে অনায়াসে বসিয়া তামাক খাইত। উহারাও কাফ্রির এমত বশীভূত ছিল যে যদি কখন খেলা করিতে করিতে অত্যন্ত লম্ফ ঝম্ফ করিত কাফ্রী সঙ্কেত করিবামাত্র অমনি স্থির হইয়া তাহার নিকটে শয়ন করিয়া থাকিত। কিন্তু আহারের সময়ে অথবা যে সময়ে অন্য লোক আসিয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করিত, তখন সেই কাফ্রীও ভয়ে তাহাদিগের নিকটে যাইতে পারিত না। সিংহী কাফ্রিকে এমত ভাল বাসিত যে ঐ ব্যক্তি কিছু দিন পরে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাহাকে না দেখিতে পাইয়া শোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল, ও ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইয়া মরিয়া গেল।

একদা আফ্রিকা দেশীয় কতকগুলি লোক মৃগয়া করিতে অরণ্যে গিয়াছিল। অকস্মাৎ দুইটী সিংহশাবক তাহাদের নিকটে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহারা মনে মনে স্থির করিল সিংহ ও সিংহীও অবশ্য এখানে আসিবে; আসিলেই তাহাদিগকে শীকার করিব। এই স্থির করিয়া বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া সতর্ক হইয়া থাকিল। আহারের সময়ে তাহারা ভোজন করিতে আরম্ভ করিল, ও কিছু খাদ্য দ্রব্য সিংহশাবকদিগকেও দিল। শাবকেরাও ভক্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে সিংহ ও সিংহী হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হওয়াতে শীকারি লোকেরা অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইল; কিন্তু ঐ সকল লোক শাবকদিগকে খাইতে দিয়াছে, এবং তাহা-

রাও খাইতেছে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। সিংহী তৎক্ষণাৎ একটা মেষ শীকার করিয়া আনিয়া ঐ লোক-দিগের চরণের নিকটে রাখিয়া দিল। তাহারাও মেষমাংস পাক করিয়া আপনারা আহার করিল, ও সিংহদিগকেও আহার করিতে দিল। সিংহ ও সিংহীর এই আশ্চর্য্য স্বভাব দেখিয়া তাহারা উহাদিগের উপর অস্ত্রাঘাত করিল না। পরে ঐ সকল লোকেরা যখন স্বকীয় আলয়ে গমন করিতে লাগিল, তখন সিংহ ও সিংহী শাবকসহিত সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরিশেষে তাহারা গ্রামের নিকটে আসিলে সিংহেরা বনে প্রত্যাগমন করিল। ঐ সকল শীকারি লোকেরা সিংহজাতিকে এই রূপ বুদ্ধিজীবী ও কৃতজ্ঞ দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, আর আমরা কদাচ এরূপ পশুর প্রাণ বিনাশ করিব না।

সিংহের স্বভাব।

আফ্রিকা দেশে এক জন কাফ্রী পর্ব্বতের উপরে একাকী সায়ংকালে চলিয়া যাইতেছিল। ইতিমধ্যে একটা সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে দেখিয়া সে মনে স্থির করিল সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইতেছে, অন্ধকার হইলেই সিংহ আমাকে সংহার করিবে। পরে আত্মরক্ষা বিষয়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে পর্ব্বতের প্রান্তভাগে উপবিষ্ট হইয়া দেখিল যে সিংহ নিতান্ত নিকটে না আসিয়া কিঞ্চিৎ দূরে রহিল। পরে অন্ধকার হইলে কাফ্রী নীচের পাহাড়ীতে নামিয়া আপনার টুপী ও জামা লাঠীর

উপরে রাখিল, এবং স্বয়ং ব্যবহিত থাকিয়া মন্দ মন্দ দোলাইতে লাগিল। সিংহ কিঞ্চিৎ পরে পর্ব্বতের প্রান্ত ভাগে আসিয়া বসিল, এবং সেই সঞ্চালিত জামা ও টুপীকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাহার উপরে যেমন ঝম্প দিল অমনি পর্ব্বতের নীচে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। এই উপায় উদ্‌ভাবন করিতে না পারিলে কাফ্রীর প্রাণ রক্ষার আর কোন পথ ছিল না।

অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা জানা গিয়াছে সিংহের স্বভাব উদার। কোন ক্ষুদ্র জন্তু অনিষ্ট ও অপকার করিলেও ইহারা কিছু বলে না; তুচ্ছ বোধ করিয়া ক্ষমা করিয়া থাকে। অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আহারের নিমিত্ত কোন ক্ষুদ্র পশু সম্মুখে ফেলিয়া দিলে সিংহ ক্ষুধিত হইয়াও উহা আহার করে না।

লণ্ডন নগরের পশুশালায় এক সিংহ ছিল। একদা রক্ষকেরা তাহার আহারের নিমিত্ত একটা কুকুর তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সিংহ উদার স্বভাবতা প্রযুক্ত উহাকে ভক্ষণ করিল না। বরং প্রীতি পুর্ব্বক অনেক দিন পর্য্যন্ত উহার সহিত এক গৃহে বাস করিয়াছিল। মাংস বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য সিংহকে খাইতে দিলে কুকুর চপলতা প্রযুক্ত অগ্রে আপনি খাইতে আরম্ভ করিত সিংহকে খাইতে দিত না। ইহাতেও সিংহ কদাপি বিরক্ত হয় নাই, ও স্বার্থপর কুকুরকে কখন কিছু বলে নাই। কুকুরের আহারের অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহাই আপনি ভক্ষণ করিত।

ফ্রান্স দেশের রাজধানী পারিস্ নগরের পশুশালায় এক সিংহী ছিল। সে একটা কুকুরকে এমত ভাল বাসিত যে উহাকে একত্র থাকিতে দিত ও উহার আহারের জন্যে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত। কুকুরকে সিংহীর পিঞ্জর-হইতে ক্ষণকালের নিমিত্তও বাহির করিলে সিংহী অত্যন্ত শোকাকুল ও কোপাবিষ্ট হইত। রক্ষকেরা সর্ব্বদা কহিত যদি কুকুরের সহিত সিংহীর এতাদৃশ প্রীতি না থাকিত তাহা হইলে সিংহীকে কোন প্রকারে শান্ত রাখা যাইত না।

অনেক বার শুবণ করা গিয়াছে কোন কোন ব্যাধ মৃগয়া করিতে গিয়া সিংহের হস্তে পতিত হইয়াও প্রাণ হারায় নাই। সিংহ তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া কেবল শাসন-মাত্র করিয়াছিল। আফ্রিকার অন্তরীপে এক কাফ্রী মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। একটা সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার শরীর দন্তক্ষত করিল, কিন্তু তাহাকে সং-হার করিল না। পরে অহঙ্কার পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গ ফুলা-ইয়া তথাহইতে চলিয়া গেল। এই রূপ আর এক সিংহ একদা এক কৃষককে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রাণে মারে নাই। অনেকে অনুমান করেন সিংহ দয়া করিয়া মারে নাই, এমত কখন সম্ভাবিত হয় না। বোধ হয় তৎকালে সিংহের ক্ষুধা ছিল না, এ জন্যে তাহাদের প্রাণ সংহার করে নাই।

সিংহের রাগ জন্মিলে শীঘ্র নিবৃত্তি হয় না। আফ্রিকা দেশে নামাকা নামে এক জাতীয় কাফ্রী আছে। তাহা-দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি পশুর পালকে জল পান করা-

হইতে জলাশয়ে যাইতেছিল। তীরে উপস্থিত হইয়া জল-মধ্যে এক সিংহ দেখিতে পাইল। সিংহের ও তাহার চক্ষে চক্ষে সংযোগ হইলে সে বিবেচনা করিল, এখান-হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। সিংহ আসিয়া অগ্রে নিকট-বর্ত্তি পশুদিগকেই ধরিবে; আমি তত ক্ষণ পলাইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিব। এই স্থির করিয়া পালের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। সিংহ জলহইতে উঠিয়া পশুদিগকে কিছুমাত্র না বলিয়া রক্ষকেরই পশ্চাৎ ধাব-মান হইল। কাফ্রী মুখ ফিরাইয়া সিংহকে আপনার পশ্চাদ্ভাগে দেখিতে পাইল, এবং অত্যন্ত ভীত ও ব্যা-কুল হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষে আরোহণ করিল। সিংহ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের তলে আসিয়া প্রথমতঃ ঝম্প দিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তা-হাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ক্রোধদৃষ্টিতে কাফ্রীকে লক্ষ্য করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই বৃক্ষে অনেক পক্ষির বাসা ছিল; কাফ্রী তাহার অন্তরালে নিষ্পন্দ হইয়া লুকাইয়া রহিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে সিংহ চলিয়া গিয়াছে, ভাবিয়া আস্তে আস্তে মুখ বাড়াইয়া দেখিবামাত্র সিংহের জ্বলন্ত অনল-প্রায় চক্ষুর উপর তাহার চক্ষু পড়িল। তদ্দর্শনে কাফ্রী সাতিশয় ভীত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ লুকাইয়া রহিল। সিংহ এক দিন এক রাত্রি বৃক্ষের নীচে শয়ন করিয়া রহিল, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থানান্তরে গেল না। পরে সিংহ পিপাসায় কাতর হইয়া যেমন জল পান করিতে কিঞ্চিৎ দূরে গেল, কাফ্রী অমনি সময় বুঝিয়া বৃক্ষহইতে নামিয়া

আপন আবাসে প্রস্থান করিল। তথাহইতে তাহার বাটী প্রায় এক ক্রোশ দূর। সিংহ পিপাসা শান্তি করিয়া অনতিবিলম্বে তরুতলে উপস্থিত হইল। কিন্তু কাফ্রীর কোন সন্ধান না পাইয়া মনুষ্য গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক প্রাণ বধের চেষ্টায় তাহার বাটী পর্য্যন্ত গিয়াছিল, ইহা সিংহের পদচিহ্ন দেখিয়া সকলে অনুমান করিয়াছিলেন।

হস্তী।
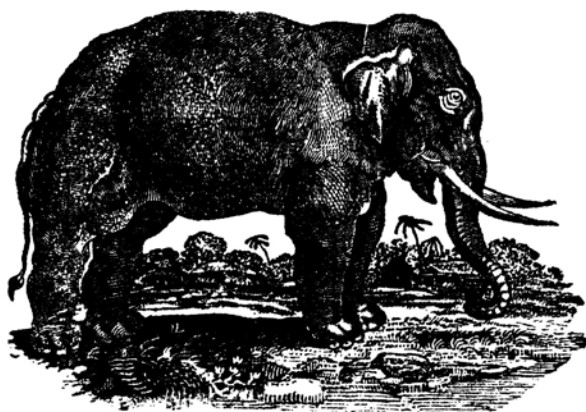
হস্তির আকার ও স্বভাবাদি।

সকল পশু অপেক্ষা হস্তী অতি বলশালী, পরিশ্রমী, মৃদুস্বভাব, বুদ্ধিমান, এবং অতি সহজে মনুষ্যের অত্যন্ত বশীভূত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ইহাদিগের জন্মস্থান। তত্রস্থ লোকদিগের হস্তিদ্বারা অনেক উপকার হয়।

আফ্রিকা ও আশিয়ার নিবিড় বনে হস্তী জন্মে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে। শাক, বৃক্ষের পল্লব ও কোমল শাখা, শস্য, এবং নানাবিধ ফল ইহাদিগের আহার দ্রব্য। ইহারা শস্যযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িয়া শস্য খায়, ও মাড়াইয়া অনেক নষ্ট করে, এ জন্যে কৃষকেরা হস্তিকে অতিশয় ভয় করে।

হস্তির চর্ম্ম প্রায় কাল। করভের অর্থাৎ হস্তিশাবকের দন্ত দেখা যায় না; যত বয়স্ অধিক হয় ক্রমে ক্রমে দন্ত নির্গত হইতে থাকে। হস্তির দন্ত মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত প্রায় ছয় হাত। হস্তিনীর প্রায় দন্ত হয় না; কোন কোন হস্তিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্র দন্ত হইয়া থাকে।

সকল পশু অপেক্ষা হস্তী বৃহৎ, প্রায় ছয় সাত হাত উচ্চ। কখন কখন আট হাত উচ্চ হস্তীও দেখা গিয়াছে। হস্তী প্রায় ১২০ বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচিয়া থাকে। হস্তিনী মনুষ্যের মত এক বারে একটী সন্তান প্রসব করে। প্রসবের সময়ে করভ প্রায় দুই হাত উচ্চ থাকে, পরে ষোল সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বড় হয়। হস্তিনীর বক্ষঃস্থলে স্তন আছে। সন্তান যখন দুগ্ধ পান করে তখন হস্তিনী তাহাকে শুণ্ডাগ্রে জড়াইয়া অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক স্থির হইয়া স্তন্য পান করায়।

হস্তী দেখিতে অতি কদর্য্য। ইহাদিগের চক্ষু অতি ক্ষুদ্র, কাণ কুলার মত, মস্তক ও শরীর অতি স্থূল, পা স্থূল কিন্তু খর্ব্ব। পায়ে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি আছে। লাঙ্গূলের অগ্রভাগে অতি বিরল অল্প অল্প মোটা মোটা লোম আছে। হস্তির সকল অবয়ব অপেক্ষা শুণ্ড অতি আশ্চর্য্য। হস্তী

শুণ্ডদ্বারা অনেক কার্য্য করিতে পারে। হস্তির শুণ্ড অতি দীর্ঘ, যেমন আলবালার নলের মধ্যে বাঁকা বাঁকা জড়ান জড়ান লোহার শীক থাকে, শুঁড়ের মধ্যে সেই রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি আছে। শুণ্ডের অগ্রে এক প্রকার অঙ্গুলি আছে, তদ্দ্বারা হস্তী অতি সূক্ষ্ম বস্তুও ধরিতে পারে। ইহারা শুণ্ডদ্বারা বৃক্ষের মোটা মোটা ডাল ভাঙ্গিয়া পাতা ও ছাল খাইয়া কাষ্ঠ ভাগ বাহিরে ফেলিয়া দেয়। ইহাদিগের মুখ বক্ষঃস্থলের নিকট, এ জন্যে মুখ নামাইতে পারে না, খাদ্য দ্রব্য শুঁড় দিয়া মুখে তুলিয়া লয়। হস্তির ঘ্রাণশক্তি বড় প্রবল। খাদ্য দ্রব্য কাপড়ে লুকাইয়া রাখিলে ইহারা গন্ধদ্বারা টের পায়, ও শুঁড় দিয়া কাড়িয়া লয়। শুণ্ড হস্তির নাসিকাস্বরূপ, তদ্দ্বারা নিশ্বাস ত্যাগ ও বায়ু আকর্ষণ করে। হস্তী শুণ্ডদ্বারা রজ্জুর গ্রন্থি খুলিতে পারে। ফলতঃ শুণ্ড হস্তির সকল অবয়ব অপেক্ষা উপকারক।

হস্তী জলে পড়িয়া থাকিতে বড় ভাল বাসে। শুণ্ডদ্বারা জল লইয়া বারম্বার পৃষ্ঠে ছড়ায়, হস্তিপালক সেই জলে তাহার অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দেয়। হস্তী শুঁড়ের মধ্যে চারি পাঁচ কলসী জল রাখিতে পারে। ইহারা সাঁতার ও ডুব দিয়া অনায়াসে অধিক দূর যায়। গা চুলকাইলে, হস্তী গাছের ডাল দিয়া শরীরে বারম্বার আঘাত করে। দিনের মধ্যে চারি পাঁচ বার শুণ্ডদ্বারা ধূলি উঠাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ক্ষেপণ করে।

হস্তির স্বভাব অতি মৃদু; ইহারা শীঘ্র রাগে না। দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে বড় ভাল বাসে; প্রায় একাকী থাকে না। যখন শস্যক্ষেত্রে চরিতে যায় করভ ও দুর্ব্বল হস্তি-

দিগকে মধ্যে রাখিয়া বলবান্ দুই হস্তী অগ্র পশ্চাৎ গমন করে। নবপ্রসূতা হস্তিনী সন্তানকে শুঁড় দিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। যেখানে মনুষ্যের ভয় নাই তথায় এত সাবধান হইয়া যায় না বটে, কিন্তু যূথহইতে এত অন্তর হয় না যে শব্দ করিলে অন্য হস্তী আসিয়া সাহায্য করিতে না পারে।

সিংহল দ্বীপের অরণ্যে যে সকল হস্তী থাকে তাহা-দিগের ভিন্ন ভিন্ন দল আছে। এক দলের হস্তী অন্য দলে মিলিতে অত্যন্ত ভয় করে। যখন কোন হস্তিযূথ আ-হারের অন্বেষণে স্থানান্তরে যায়, এক বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট হস্তী যূথের অগ্রে অগ্রে গমন করে। সম্মুখে নদী পড়িলে সেই বৃহৎ হস্তী অগ্রে পার হইয়া কর্দ্দমশূন্য স্থান অন্বেষণ করে। পরে সে শুণ্ডদ্বারা সঙ্কেত করিলে অন্যান্য হস্তীও যথাক্রমে সাঁতার দিয়া পার হয়। প্রাচীন হস্তী সকল অগ্রে যায়, তৎ পরে যুবা হস্তী, তদনন্তর করভ সকল শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াইয়া পার হইয়া যায়। সর্ব্বশেষে পশ্চাৎ স্থিত আর এক বৃহৎ হস্তী পার হয়।

হস্তি ধরিবার উপায়।

হস্তি ধরিতে অনেকে অনেক কৌশল করিয়া থাকে। ত্রিপুরা ও নেপালের লোকেরা, হস্তী যেখানে চরে চা-রিটা পোষা হস্তিনীকে সাজাইয়া সঙ্গে লইয়া সায়ং-কালে তথায় গমন করে। তাহারা অন্ধকার রাত্রিতেও পদশব্দদ্বারা বুঝিতে পারে যে এই স্থানে হস্তী আছে। পরে তিন জন লোক তিনটা হস্তিনী লইয়া অতি গুপ্তরূপে

বন্য হস্তির নিকটে যায়। যখন হস্তিনীরা নিকটবর্ত্তিনী হইতে থাকে, তখন যদি বন্য হস্তী ক্রুদ্ধ হইয়া শব্দ ও শুণ্ড সঞ্চালন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ হস্তিনীদিগকে ফিরাইয়া আনে। সে সময়ে যাইলে হস্তী ক্রোধভরে দন্তাঘাত করিয়া থাকে। কিন্তু হস্তী প্রায় রাগত হয় না, বরং স্বয়ং হস্তিনীর নিকটে গিয়া তাহার সহিত মিলিতে চেষ্টা করে।

মাহুতেরা হস্তী রাগ করে নাই বুঝিয়া তাহার দুই পার্শ্বে দুই হস্তিনীকে গায় গায় লাগাইয়া দেয়। আর এক হস্তিনীকে আনিয়া হস্তির পশ্চাদ্‌ভাগে সংলগ্ন করিয়া রাখে। হস্তী এ প্রতারণা বুঝিতে পারে না, বরং আপনাকে সুখী জ্ঞান করিয়া উহাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক এবং শুণ্ডদ্বারা উহাদিগকে আলিঙ্গন করে। পরে মাহুতেরা পাঁচ ছয় জন একত্র হইয়া আর এক হস্তিনীকে হাতির নিকটে আনে, ও আপনারা হাতির পেটের নীচে গিয়া তাহার পশ্চাদ্‌ভাগের পায়ে এক সরু দড়ি বাঁধে। যদি হাতী ইহাতে টের না পায়, তবে এক গাছ শক্ত দড়া দিয়া তাহার চারি পা বাঁধে। পরে আর আট দশ গাছ দড়ি দিয়া দৃঢ় বন্ধন করে, ঐ সকল রজ্জুতে আর এক গাছা শক্ত দড়া বাঁধে। পরিশেষে ষাটি সত্তর হাত লম্বা দুই দড়ায় দুই ফাঁস করিয়া হাতির দুই পা বাঁধে; পুনর্ব্বার আর সাত আট গাছ দড়া ঐ দুই দড়ায় জড়াইয়া বাঁধে। এই দড়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে প্রায় এক দণ্ড বিলম্ব হয়, তৎকালে সকলেই নিঃশব্দে থাকে।

এই রূপে বন্ধন সমাপ্ত হইলে হস্তিনীরা বন্য হস্তিকে

ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। হস্তী তাহাদের নিকটে যাই-তে ইচ্ছা করে, কিন্তু পা বাঁধা দেখিয়া আপনাকে বিপদে পতিত জ্ঞান করিয়া ফিরিয়া বনে যাইবার চেষ্টা পায়। মাহুতেরা হস্তিনীর উপর আরোহণ করিয়া হস্তির অজ্ঞাত-সারে ক্রমে ক্রমে কোন দৃঢ় বৃক্ষের নিকটে গিয়া উপ-স্থিত হয়, এবং ষাটি সত্তর হাত লম্বা যে রজ্জু হস্তির পায়ে বাঁধিয়াছিল তাহা ঐ বৃক্ষে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। হস্তী আপনাকে বদ্ধ দেখিয়া ক্রোধভরে দড়ি ছিঁড়ি-বার চেষ্টা পায়, ও রাগে ভূমিতে ভূয়োভূয়ঃ দন্ত প্রহার করে। সে সময়ে হস্তিনীও সাহস করিয়া তাহার নিকটে যাইতে পারে না। কোন কোন হস্তী দড়া ছিঁড়িয়া পলাইয়াও যায়, পলাইলে হস্তিপকেরা প্রাণভয়ে আর তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করে না। কিন্তু হস্তির দড়া ছিঁড়িয়া পলায়ন করা অতি বিরল, সচরাচর প্রায় সকল হস্তীই এই রূপে ধরা পড়ে। পরে অনাহারে ও শ্রম প্রযুক্ত হস্তী ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইলে মাহুতেরা হস্তিনী লইয়া তাহার নিকটে যায়, এবং ঐ হস্তিনীদ্বারা কৌশলক্রমে হাতিকে গাছের নিকটে আনিয়া পুনর্ব্বার অনেক দড়া দড়ি দিয়া তাহার চারি পা শক্ত করিয়া বাঁধে।

খাদ্য দ্রব্য সম্মুখে দিলে যদি খায়, তাহা হইলে হাতির রাগ পড়িয়াছে বুঝা যায়। মাহুতেরা সেই সময়ে হস্তিনী লইয়া পুনর্ব্বার নিকটে যায়, এবং এক গাছ দড়া দিয়া হস্তির পা এমত দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে যে হাতী ভাল রূপে পা বাড়াইতে পারে না। আর দুইটা দড়া গলায় দিয়া দুই হস্তিনীর সহিত বাঁধিয়া রাখে। এই সকল

প্রস্তুত হইলে আর একটা হস্তিনীকে অগ্রে দিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হস্তিকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। হস্তী যাইবার সময়ে কখন কখন বল প্রকাশ করে, কখন বা অনায়াসে চলিয়া যায়। লোকেরা এই রূপে বনহইতে হাতী ধরিয়া আনিয়া নানা কৌশলে তাহাকে দুই তিন মাসে বশতাপন্ন করে। বশীভূত হইলে হস্তী মাহুতের ইচ্ছানুরূপ সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে। আশ্চর্য্য এই, হস্তিনীরা হস্তিকে এত প্রতারণা করে, তথাপি হস্তী তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয় না, বরং দেখিলেই আনন্দিত হয়।

হস্তি ধরিবার আর এক প্রকার উপায় আছে। হস্তী যে পথে সর্ব্বদা গমনাগমন করে, তাহা স্থির করিয়া লোকেরা সেই পথের মধ্যে বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়া কর্দ্দমে এমত পরিপূর্ণ করিয়া রাখে যে হস্তী এক বার পড়িলে আর উঠিতে পারে না। গর্ত্তের উপরি ভাগে ঘাসের চাপ দিয়া আচ্ছাদন করে, এবং কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখে। হস্তী এই ছল বুঝিতে পারে না, আহারের লোভে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ গর্ত্তের প্রান্তবর্ত্তি দুই একটা কদলী বৃক্ষ ভক্ষণ করে, পরে যেমন অগ্রসর হয় অমনি গর্ত্তে পতিত ও পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া যায়। উঠিবার যত চেষ্টা করে আরও মগ্ন হইতে থাকে। উত্থান বিষয়ে যখন নিতান্ত নিরাশ হয়, তখন শুণ্ড বাড়াইয়া নিকটস্থ কদলী বৃক্ষ ভক্ষণ করে। যাবৎ আহার পায় তাবৎ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। পরি-

শেষে আহারাভাবে দুর্ব্বল হইলে লোকেরা অন্য হস্তিতে আরোহণ করিয়া তথায় আইসে। বাঁশের আগায় দড়ি জড়াইয়া কৌশলক্রমে হস্তিকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে, এবং পঙ্কের উপর তক্তা ফেলাইয়া হস্তিকে উঠাইবার চেষ্টা করে। হস্তীও উঠিবার চেষ্টায় তক্তার উপর পা তুলিয়া দেয়, তাহাতে কিছু আশ্রয় পাইয়া উপরে উঠে। পরে অন্য হস্তিদ্বারা তাহাকে কর্দ্দমহইতে উদ্ধার করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক আলয়ে লইয়া যায়, এবং ক্রমে ক্রমে বশতাপন্ন করিয়া আনে।

হস্তিযূথ ধরিবার উপায় এরূপ নহে, তাহাতে অধিক কাল লাগে, এত অল্প সময়ে নির্ব্বাহ হয় না। হস্তিযূথ যে স্থানে সচরাচর চরিয়া বেড়ায়, লোকেরা তাহার নিকটে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠের বেড়া দেয়, তাহাকে কেদার কহে। কেদারের মধ্যে চারি কুঠরী থাকে। প্রথম কুঠরী অতি প্রশস্ত; দ্বিতীয় কিছু ছোট; তৃতীয় তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট; চতুর্থ চল্লিশ হাত দীর্ঘ বটে, কিন্তু বিস্তার দুই হস্তের অধিক নয়, ইহাকেই রুমি বলিয়া থাকে। কেদা-রের মধ্যে হস্তির খাদ্য নানা প্রকার বৃক্ষ রোপণ করে, এবং চতুর্দ্দিকে নালা কাটিয়া জল ঢালিয়া রাখে।

এক এক যূথে চল্লিশ অবধি এক শত পর্য্যন্ত হস্তী থাকে। লোকেরা যখন এরূপ এক হস্তিযূথ কেদারের নিকটে চরিতে দেখে, তখন প্রায় পাঁচ শত লোক একত্র হইয়া যূথের তিন দিক্ বেষ্টন করে, কেবল কেদারের দিক্ মুক্ত রাখিয়া দেয়। পরে তাহারা নানা ভয়ঙ্কর বাদ্য

বাজাইতে থাকে, এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হস্তিদিগকে ভয় প্রদর্শন করে। হস্তি সকল ভয় পাইয়া ও তিন দিক্ মনুষ্যদ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া কেদারের দিকেই পলাইতে আরম্ভ করে। কেদারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ যূথপতি ইতস্ততো নিরীক্ষণ করে, পরিশেষে তাহার মধ্যে নূতন নূতন বৃক্ষ দেখিয়া বন জ্ঞান করিয়া যূথের সহিত প্রথম কুঠরীতে প্রবেশ করে। লোকেরা কুঠরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার উৎকট বাদ্য বাজাইয়া ও অগ্নি জ্বালিয়া ভয় দেখায়। হস্তি সকল ভীত হইয়াও বহির্গমনের কিছুমাত্র উপায় না দেখিয়া প্রথম কুঠরীহইতে দ্বিতীয় কুঠরীতে প্রবেশ করে। লোকেরা দ্বিতীয় কুঠরীরও দ্বার রোধ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভয় দেখাইলে হস্তিরা তথাহইতে তৃতীয় কুঠরীতে প্রবেশ করে; লোকেরা তাহারও দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। হস্তি সকল এই রূপে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আপনাদিগকে আবদ্ধ দেখিয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু মনুষ্যেরা পূর্ব্ববৎ ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিয়া রাখে। পরে অনাহারে ক্লান্ত ও পিপাসায় আকুল হইয়া কেঁদারের চতুঃপার্শ্বস্থিত নালার জল পান করে, ও সেই জল শুণ্ডদ্বারা লইয়া গায়ে ছড়াইয়া দেয়। ইহাতে শরীর কিঞ্চিৎ শীতল থাকে, কিন্তু অনাহারে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। পাঁচ সাত দিনের পর লোকেরা কিছু কিছু খাইতে দেয়। ক্রমে কিঞ্চিৎ নম্র হইয়া আসিলে রুমির দ্বার খুলিয়া খাদ্য দ্রব্য দেখাইয়া যূথহইতে এক হস্তিকে পৃথক্ করিয়া রুমির মধ্যে প্রবেশ করায়, ও তাহার দুই দ্বার দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

এই কুঠরীর অল্প প্রশস্ততা প্রযুক্ত হস্তী ফিরিতে ঘুরিতে পারে না, দ্বার ভাঙ্গিয়া অথবা স্তম্ভ দিয়া পলাইবার চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। এই রূপে হস্তী অতিশয় শ্রান্ত হইলে লোকেরা কৌশল-ক্রমে তাহাকে ধরে, এবং এই রূপে ক্রমে ক্রমে সকল হাতীই ধরা পড়ে।

হস্তি সকল যে পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে আপনারা আহার না করে তাবৎ কেহই সাহস করিয়া তাহাদিগের নিকটে যায় না। দূরহইতে ঘাস জল দেয়, ও লম্বা বাঁশ দিয়া মাথা চুলকাইয়া মশা মাছি তাড়াইয়া দেয়। এই রূপে হস্তী ক্রমে ক্রমে বশতাপন্ন হইলে আর এক হস্তির উপরে চড়িয়া নিকটে গিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করে, ও স্নেহ পূর্ব্বক গা চুলকাইয়া দেয়। দুই তিন সপ্তাহ এই রূপ করিলে হস্তী অত্যন্ত বশীভূত হয়। তখন তাহাকে যথা ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারা যায়।

আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া দেশের যে সকল লোকের হস্তি মারা ব্যবসায়, তাহারা সর্ব্বদা বনেই বাস করে, এবং হস্তী ও গণ্ডার শীকার করিয়া তাহাদিগের মাংস আহার করত জীবন ধারণ করে। ইহাদিগকে আগাগিয়া কহে। আগাগিয়ারা দুই জন এক অশ্বে আরোহণ করিয়া হস্তি শীকার করিতে যায়। কণ্টকাদিতে কাপড় লাগিয়া বদ্ধ হইলে ঐ অবকাশে হস্তী আসিয়া পাছে তাহাদিগের প্রাণ বধ করে, এই ভয়ে তাহারা কাপড় পরিয়া যায় না। যে ব্যক্তি অগ্রে থাকে সে এক

হস্তে চাবুক ও অন্য হস্তে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া বৈসে। আর যে ব্যক্তি পশ্চাতে থাকে সে অতি তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে করিয়া বসিয়া থাকে।

হস্তী দেখিলে উহারা অতি বেগে তাহার সম্মুখে যায়, তাহা দেখিয়া হস্তী পলাইবার চেষ্টা পায়। তখন যে ব্যক্তি ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থাকে, সে কহে, আমি অমুক, আমার ঘোড়ার নাম এই, আমি তোমার পিতা পিতামহকে বিনাশ করিয়াছি; তাহাদের সহিত তুলনা করিলে তুমি অতি ক্ষুদ্র জীব, এক্ষণে তোমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছি। তাহাদিগের এই রূপ সংস্কার আছে যে হস্তী আমাদিগের কথা বুঝিতে পারে। হস্তী যে দিকে মুখ ফিরায় অশ্বারোহিরাও সেই দিকে যায়; পরিশেষে হস্তী রাগান্বিত হইয়া অশ্বকে শুঁড়ে জড়াইয়া ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ ধাবমান হয়। যে ব্যক্তি অশ্বের পশ্চাদ্ভাগে খড়্গ হস্তে করিয়া বসিয়া থাকে সে অশ্বহইতে নামিয়া হস্তির পশ্চাদ্ভাগে যায়, ও অন্য ব্যক্তি হস্তির সম্মুখে গিয়া নানা প্রকার উৎপাত করিতে থাকে। ইত্যবসরে পশ্চাৎস্থিত ব্যক্তি এক খড়্গাঘাতে হাতির পায়ের শিরা কাটিয়া ফেলে। পরে অশ্বারোহি ব্যক্তি অতি শীঘ্র আসিয়া সেই খড়্গধারিকে ঘোড়ার উপরে তুলিয়া লয়, এবং অন্য হস্তির নিকটে গিয়া এই রূপে তাহারও প্রাণ বধ করে। তাহারা এক যাত্রায় তিনটা পর্য্যন্ত হস্তী কাটিতে পারে। যদি খড়্গের ধার অতিশয় তীক্ষ্ণ ও হস্তিঘাতক অত্যন্ত সাহসী হয়, তাহা হইলে এক আঘাতেই শিরা কাটিতে পারে; নতুবা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহাও

চলিবার সময়ে ছিঁড়িয়া যায়। এই রূপে হস্তী চলৎ শক্তি রহিত হইলে ঐ দুই জন পুনর্ব্বার আসিয়া শূল্লী ও বল্লমদ্বারা হস্তিকে ক্ষতবিক্ষত করিলে হস্তী ক্রমে প্রাণত্যাগ করে। পরে তাহার মাংস খণ্ড খণ্ড ও শুষ্ক করিয়া আহারের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখে।

ব্রুস্ সাহেব হস্তিশাবকদিগের মাতৃস্নেহের এক আশ্চর্য্য প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি কতিপয় ভৃত্য ও আগাগিয়াদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। আগাগিয়ারা যত হাতী দেখিতে পাইল সকলই মারিয়া ফেলিল। কেবল এক হস্তিনী ও তাহার শাবককে বধ করিল না, তাহার কারণ হস্তিনীর দন্ত অতি ক্ষুদ্র ও করভের তৎকাল পর্য্যন্ত দন্ত উঠে নাই। হস্তিনী ও করভ পলাইয়া এক এক স্থানে লুকাইয়া রহিল। ব্রুস্ সাহেবের ভৃত্যেরা হস্তিনীর অনুসন্ধান পাইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা অনুরোধ করাতে আগাগিয়ারা হস্তিনীর পায়ের শিরা কাটিল। পরে যখন শূল্লীদ্বারা হস্তিনীকে বিঁধিতে আরম্ভ করিল তখন করভ আর লুকাইয়া রহিতে পারিল না; তৎক্ষণাৎ নির্গত হইয়া মাতাকে রক্ষা করিতে দৌড়িয়া আসিল। করভের বয়ঃক্রম অতি অল্প, গর্দ্দভ অপেক্ষা উচ্চ ছিল না; কিন্তু আক্রমণ করিলে অনায়াসে মনুষ্যের অস্থি চূর্ণ করিতে পারিত। যাহা হউক আগাগিয়ারা ঐ করভকে কিছু না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, কিন্তু করভ কিছুমাত্র প্রাণের ভয় না করিয়া পুনর্ব্বার মাতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, নানা প্রকার স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিল, ও মাতার রক্ষার নিমিত্ত অশ্ব ও অশ্বারো-

হিদিগকে বারম্বার আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। করভের মাতৃস্নেহ দেখিয়া ক্রস্ সাহেবের অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল। তিনি লোকদিগকে আজ্ঞা দিলেন যেন কেহ করভের প্রাণ নষ্ট না করে। কিন্তু করভ এক ব্যক্তিকে আঘাত করাতে আগাগিয়ারা ক্রুস্ সাহেবের কথা না মানিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল।

অনেকে কহিয়া থাকেন, হস্তী এক বার ধরা পড়িয়া পলায়ন করিলে আর কদাচ তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। তাহাদিগের এমত বুদ্ধি ও মেধা যে তাহারা পুনর্ব্বার আর ফাঁদে পড়ে না। এ কথা নিতান্ত অমূলক।

১৭৬৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে রাজা কৃষ্ণমাণিক্য এক হস্তিনী ধরিয়া আনিয়াছিলেন। ছয় মাস পরে আবদুল রিজা নামক কোন ধনবান্ ব্যক্তিকে ঐ হস্তিনী দেন। আবদুল রিজা কোন বিষয়ে রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন না করাতে তিনি তাহার দমনের নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। আবদুল রিজা উপায়ান্তর না দেখিয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিল, ও সেই খানে রাজদত্ত হস্তিনীকে বনে ছাড়িয়া দিল। এই হস্তিনী পুনর্ব্বার ধরা পড়ে, আবার সেই রাত্রিতেই পুনর্ব্বার পলায়ন করে।

১৭৮২ খ্রীষ্টীয় অব্দে হস্তিযূথের সহিত ঐ হস্তিনীও কেদার মধ্যে বদ্ধ হইয়াছিল। বদ্ধ হইবার পরদিবসে এক সাহেব কেদারবদ্ধ হস্তিদিগকে দেখিতে গেলে তাঁহার মাহুত ঐ হস্তিনীকে চিনিতে পারিল, ও কহিল, এই হস্তিনী পূর্ব্বে ধরা পড়িয়াছিল, ইহাকে আমি চিনি। পরে সে নাম ধরিয়া

ডাকিবামাত্র হস্তিনী মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। নূতন বদ্ধ হস্তি সকল রাগে যেরূপ দৌড়িয়া বেড়াইতেছিল, হস্তিনী সে রূপ না করিয়া স্থির হইয়াছিল। নববদ্ধ হস্তিরা ক্রমে ক্রমে রুমির মধ্যে আসিয়া বশীভূত হইল। কিন্তু রুমির মধ্যে প্রবেশ করিলে কত দুর্দ্দশা ঘটে হস্তিনীর তাহা বিলক্ষণ স্মরণ ছিল, এই নিমিত্ত ১৮ দিন পর্য্যন্ত সে রুমির মধ্যে আসিল না। আর এক হস্তিনী ও আটটী করভ ঐ হস্তিনীর সঙ্গে রহিয়া গেল। পরে লোকেরা কেদার মধ্যে এক কুমকী প্রবেশ করাইয়া নূতন হস্তিনীকে ধরিয়া আনিল। মাহুত নাম ধরিয়া ডাকিলে পূর্ব্বধৃত হস্তিনী বেড়ার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা কদলী বৃক্ষ তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলে খাইল, আরও খাইবার প্রত্যাশায় মুখ বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাহুতেরা কুমকী লইয়া তাহার নিকটে গেলে সে রাগান্বিত হইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। পরে মাহুত কৌশল ক্রমে তাহার পৃষ্ঠে ঝাঁপ দিয়া উঠিল, ও তাহার গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া পোষা হাতির মত চতুর্দিকে ঘুরাইতে লাগিল; বসিবার সঙ্কেত করিলে বসিল, এবং যাবৎ উঠিবার সঙ্কেত না করিল তাবৎ উঠিল না। শুণ্ডদ্বারা মাহুতের হস্তহইতে খাদ্য দ্রব্য লইয়া খাইল, এবং মাহুতের হস্তহইতে লাঠী লইয়া পুনর্ব্বার মাহুতকে দিল। পরিশেষে এক দিবসেই এমত বশীভূত হইয়া আসিল যে অন্যান্য বন্য হস্তি ধরিবার সময়ে কুমকীর কার্য্য করিতে লাগিল।

১৭৮৭ খ্রীষ্টীয় অব্দের জুন মাসে কতিপয় হস্তী বোঝা লইয়া চট্টগ্রাম যাইতেছিল; তন্মধ্যে পূর্ব্ব বৎসরের ধৃত একটা হস্তীও ছিল। সে পথিমধ্যে ঘ্রাণদ্বারা এই স্থানে ব্যাঘ্র আছে জানিয়া ভয়ে মাহুতের কথা না মানিয়া বনে প্রবেশ করিল। মাহুত কোন ক্রমেই হস্তিকে বশীভূত করিতে পারিল না। পরিশেষে এক তরুতলে উপস্থিত হইয়া হস্তির পৃষ্ঠহইতে এক শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আপনি রক্ষা পাইল। হস্তী মাহুত নাই জানিয়া বোঝা ফেলিয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। পরে মাহুত আসিয়া এই সমাচার দিলে তাহার নিকটে একটা কুমকী পাঠাইয়াছিল, কিন্তু কুমকী হাতির কোন সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

১৮ মাস পরে এক হস্তিযূথ কেদারে বদ্ধ হইয়াছিল, ঐ হস্তীও তাহার মধ্যে ছিল। মাহুতেরা তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, ও কহিল, এ সেই পূর্ব্বধৃত হস্তী। পরে তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে দেখিতে গেল। তাহারা নিকটস্থ হইলে অন্যান্য হস্তির ন্যায় সেও শুণ্ডাঘাত করিতে চেষ্টা করাতে সকলে সন্দেহ করিল যে এ সে হস্তী নয়। কিন্তু এক জন মাহুত নিশ্চয় চিনিতে পারিয়া এক হস্তিনীর উপর আরোহণ পূর্ব্বক তাহার নিকটে গেল, এবং ঐ হস্তির কাণ ধরিয়া বসিতে সঙ্কেত করিলে হস্তী অমনি বসিল। পরে হস্তী একটা শব্দ করাতে সকলেই বুঝিতে পারিল, এ সেই পূর্ব্বধৃত হস্তীই বটে। যখন কেদারের মধ্যে ছিল অন্যান্য হস্তির ন্যায় রাগান্বিত ও অবাধ্য ছিল। কিন্তু মাহুত

দুই তিন দিনের মধ্যেই অনায়াসে পুর্ব্বের ন্যায় বশীভূত করিয়া আনিল।

একদা কলিকাতার কোন সাহেবের এক হস্তিনী পশ্চিমদেশহইতে চট্টগ্রাম যাইতেছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ মাহুতকে ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া বনে চলিয়া গেল। মাহুত আসিয়া এই বিষয় সাহেবকে জানাইলে সকলে বোধ করিল মাহুত হস্তিনী বিক্রয় করিয়াছে। সাহেবও ইহাই স্থির করিয়া মাহুতকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন। ১২ বৎসরের পর ঐ কারাবদ্ধ মাহুত বন্য হস্তি ধরিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিল। সে বনে প্রবেশ করিয়া দেখিল এক স্থানে কতগুলি হাতী চরিতেছে, তাহার মধ্যে ঐ পলায়িত হস্তিনীও আছে। সে তাহার নিকটে যাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু অন্যান্য লোক তাহাকে ভয় দেখাইতে এবং বারণ করিতে লাগিল। সে তাহা না শুনিয়া নিকটে যাইবামাত্র হস্তিনী তাহাকে চিনিতে পারিল, ও শুণ্ডদ্বারা তিন বার নমস্কার করিয়া আপন পৃষ্ঠে উঠিতে দিল। পরে অন্যান্য বন্য হস্তি ধরিবার সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিল। এই বারো বৎসরে তাহার তিন সন্তান হইয়াছিল। বনহইতে প্রত্যাগমন কালে হস্তিনী সেই তিন করভকেও সঙ্গে আনিল। সাহেব দেখিয়া মাহুতের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বিনা অপরাধে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছেন বলিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরে তাহার যাবজ্জীবন বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

স্বজাতির প্রতি হস্তির স্নেহ।

ফ্রান্স দেশীয় সমাচার পত্রদ্বারা আমরা অবগত হইয়াছি হস্তি সকল পরস্পর অত্যন্ত ভাল বাসে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টীয় অব্দে আড়াই বৎসরের এক হস্তী ও হস্তিনী সিংহল দ্বীপ হইতে হলাণ্ড দেশে নীত ও একত্র রক্ষিত হইয়াছিল। ওলন্দাজ কোম্পানি স্বদেশীয় রাজাকে ঐ হস্তী ও হস্তিনী উপঢৌকন দেন। কিছু দিন পরে উহারা হলাণ্ড দেশের রাজধানী হইতে পারিস্ নগরে নীত হয়। পথে লইয়া যাইবার সময়ে উহাদিগের ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল। পারিস্ নগরে পৌঁছিলে এক বৃহৎ গৃহে অগ্রে হস্তিকে রাখিয়া পরে হস্তিনীকেও তথায় লইয়া গেল। এই রূপে পুনর্ব্বার উভয়ের মিলন হইলে হস্তী ও হস্তিনী কিয়ৎ ক্ষণ এমত আনন্দ ধ্বনি ও নিশ্বাস ত্যাগ করিল যে তাহাতে ঐ ঘর টলমল করিতে লাগিল। হস্তিনী প্রথমতঃ কর্ণ সঞ্চালন করিয়া অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক হস্তির কর্ণে শুণ্ড দিয়া স্থির হইয়া রহিল। পরে শুণ্ডদ্বারা হস্তির শরীর স্পর্শ করত তাহার শুণ্ড লইয়া আপন মুখে দিল। হস্তীও হস্তিনীর প্রতি ঐ রূপ প্রীতি প্রকাশ করিল। বিশেষতঃ দীর্ঘ বিয়োগের পর পুনর্ম্মিলনে হস্তির এমত উৎকট আনন্দ জন্মিয়াছিল যে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু জল নির্গত হইতে লাগিল।

হস্তির কৃতজ্ঞতা।

মান্দ্রাজের দক্ষিণে পন্দিসেরি নামক এক নগর আছে।

উহা ফরাসিদিগের অধিকার ভুক্ত। ঐ নগরে এক দুর্গ ছিল। তথায় ফরাসিদিগের কতগুলি সৈন্য থাকিত। ঐ সৈন্যের মধ্যে এক সিপাহী বেতন পাইলেই কিছু মদ কিনিয়া এক হস্তিকে পান করিতে দিত। একদা সিপাহী মাতাল হওয়াতে প্রহরিরা তাহাকে কারাগৃহে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে পলাইয়া ঐ হস্তির তলপেটের নীচে গিয়া নিদ্রা গেল। প্রহরিরা সেখান-হইতে লইয়া আসিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হস্তী শুণ্ড সঞ্চালনদ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিল, কোন ক্রমেই তাহাকে লইয়া যাইতে দিল না। পরদিন সিপা-হীর চেতনা ও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সে আপনাকে হস্তির নিম্ন ভাগে পতিত দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল। হস্তী তাহা বুঝিতে পারিয়া শুণ্ডদ্বারা আস্তে আস্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া ভয় ভঞ্জন করিয়া দিল।

হস্তির শক্তি।

হস্তী অতিশয় বলবান্। ছয়টা ঘোড়া যে বোঝা নাড়ি-তে পারে না, হস্তী একাকী তাহা অনায়াসে লইয়া যায়। ইহারা পৃষ্ঠে গলদেশে ও দন্তে অনেক ভার বহিতে পারে। যদি কোন ভারি দ্রব্য রজ্জুতে বাঁধিয়া তাহার মুখে দেওয়া যায়, তবে সেই রজ্জু আপন দন্তে বাঁধিয়া অনায়াসে লইয়া যায়। হস্তী অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কোন দ্রব্য নষ্ট করে না। সকল দ্রব্য সাবধানে লইয়া যায়। নৌকার উপর এমত সাবধানে মোট উঠাইয়া দেয় যে মোটের গায় জল

লাগে না। নৌকায় আস্তে আস্তে মোট নামাইয়া শুঁড় দিয়া নাড়িয়া দেখে; যদি নড়ে, তাহা হইলে আপন বুদ্ধিতেই নীচে ঠেকা দিয়া রাখে।

হস্তী মনুষ্যের মত বুদ্ধি পূর্ব্বক সকল কার্য্য করিতে পারে। বোম্বায়ের দক্ষিণে গোয়া নামক এক নগর আছে। তথায় এক বৃহৎ জাহাজ প্রস্তুত হইতেছিল। ফিলিপ্ নামক এক জন ফরাসী ঐ জাহাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখিলেন কুড়ি জন মানুষে যে কড়ি কাঠ নাড়িতে পারে না লোকেরা সেই কড়িতে দড়ি বাঁধিয়া দিতেছে, এক হস্তী সেই দড়ি শুঁড়ে জড়াইয়া মাহুতের অপেক্ষা না করিয়াই জাহাজের নিকটে লইয়া যাইতেছে। যেখানে অন্য কাষ্ঠে লাগিয়া বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা, সেখানে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে।

হস্তী কেবল মাহুতের সাক্ষাতেই তাহার আজ্ঞা প্রতি-পালন করে এমত নহে, অসাক্ষাতেও তাহার অনুমত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এক সাহেব কহিয়াছেন যে তাঁ-হার সাক্ষাতে দুই জন মাহুত দুই হস্তির শুণ্ড চর্ম্মাবৃত করিয়া তাহাদিগকে ইহা কহিয়া চলিয়া গেল, যে এই ভিত্তি ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিয়া রাখিতে পারিলে আমরা আসিয়া মদ ও ফল মূল খাইতে দিব। হস্তিরা মাহুতদিগের আজ্ঞানুসারে প্রথমতঃ ভিত্তিতে শুণ্ডাঘাত করিতে লাগিল; অনন্তর ভিত্তি যখন বিচলিত হইল, তখন শুণ্ডদ্বারা বারম্বার হেলাইয়া এবং দৃঢ়তর আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

তিরস্কার করিলে হস্তী তাহা বুঝিতে পারে। একদা কোন ব্যক্তি এক খান জাহাজ জলে ভাসাইতে আপনার

হাতিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হাতী যথেষ্ট যত্ন করিয়াও জাহাজ ভাসাইতে পারিল না। ইহাতে তিনি হস্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া মাহুতকে কহিলেন, এই অকর্ম্মণ্য পশুকে দূর করিয়া দিয়া আর এক হস্তী আন। এই তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া হস্তী আপন মস্তকদ্বারা এমত বল পূর্ব্বক জাহাজ ঠেলিতে লাগিল যে তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া মরিয়া গেল।

পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে হস্তী বাদ্য শুনিতে বড় ভাল বাসে। পারিস্ নগরের পশুশালায় দুই হস্তী ছিল। একদা রাজা এক সম্প্রদায় বাদ্যকরকে তথায় বাজাইতে আদেশ করিলেন, ও হস্তিদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিতে অনুমতি দিলেন। হস্তিরা কিছুই খাইল না, কেবল এক দৃষ্টে চাহিয়া বাদ্য শুনিতে লাগিল। প্রথমে অনেক লোক একত্র দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সে ভয়ও গেল। হস্তী কর্কশ শব্দ শুনিলে ক্রোধ প্রকাশ করে, ও সুস্বর শুনিলে হৃষ্ট হয়।

লাটিন্ গ্রন্থকর্ত্তা সুইতোনিয়স্ লিখিয়াছেন যে রোমের সম্রাট্ ডোমিশ্যনের কতকগুলি হস্তী ছিল। তাহারা রাজার সাক্ষাতে বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিত। একদা তাহাদের মধ্যে একটা নৃত্য শিক্ষা করিতে না পারিয়া মারি খাইয়াছিল, তদবধি সে একাকী নগরের প্রান্তরে যাইত, এবং নৃত্য বিষয়ে যেরূপ উপদেশ পাইত তাহা স্মরণ করিয়া স্বয়ং অভ্যাস করিত। তদানীন্তন অনেক লোক ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

হস্তির এমত বুদ্ধি যে তাহারা শিক্ষা পাইলে শুণ্ডদ্বারা কলম ধরিয়া অক্ষর লিখিতে পারে। এক জন প্রামাণিক গ্রন্থকার কহিয়াছেন যে আমার সাক্ষাতে এক হস্তিকে লাটিন্ ভাষার কোন অক্ষরের অবয়ব দেখাইয়া দিবা-মাত্র সে উহা লিখিয়াছিল।

হস্তী দোষ করিলে অনুতাপ করিয়া থাকে। দুই শত আটাইশ বৎসর হইল এতদ্দেশীয় কোন রাজা ও তাঁহার পুত্র এক হস্তিতে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে যাইতে-ছিলেন। পথিমধ্যে হস্তী উন্মত্ত হইয়া আরোহিদিগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করাতে মাহুত রাজাকে কহিল, মহারাজ, যদি আপনি আমার পরিবারদিগের যাবজ্জীবন প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে আমি হস্তির সম্মুখে পতিত হই। এক জনের প্রাণ বধ করিতে পারিলেই হস্তির ক্রোধ শান্তি হইবে। নতুবা সকলেরই প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। মাহুত হস্তির পায়ের নিকটে পতিত হইল। হস্তীও তৎক্ষণাৎ তাহাকে শুণ্ডদ্বারা ধরিয়া পায়ের তলে ফেলিয়া চট্কাইয়া মারিল। অকারণে আপন প্রতিপা-লকের প্রাণবিনাশ করিয়া হস্তী অনুতাপের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ত্বরায় নম্র ও বশীভূত হইল।

হস্তী বালক বালিকাকে অতিশয় ভাল বাসে। সৈন্যেরা যখন যুদ্ধ যাত্রায় গমন করে, হস্তী দ্রব্য সামগ্রী বহিয়া লইয়া যায়। পথে মাহুত ও তাহার স্ত্রী হস্তির আহার

আহরণ করিবার নিমিত্ত যখন স্থানান্তরে গমন করে, তখন হস্তিকে এক দীর্ঘ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া যায়, এবং সঙ্গে যদি আপনাদিগের শিশু সন্তান থাকে, তাহাদিগকেও হস্তির নিকটে রাখিয়া যায়। শিশুরা স্বচ্ছন্দে খেলা করিতে থাকে, হস্তী তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আপনি যত দূর শুঁড় বাড়াইতে পারে, যদি শিশুদিগকে তাহা অপেক্ষা অধিক দূরে যাইতে দেখে, তাহা হইলে স্নেহ পূর্ব্বক শুণ্ডদ্বারা অতি যত্নে ধরিয়া আনে, এবং উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দেয়।

একটা হস্তী এক শিশুকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। ঐ শিশু নিকটে না থাকিলে হস্তী কোন প্রকারে সুস্থ থাকিত না, আহার পর্য্যন্তও করিত না। শিশুর জননী সন্তানটীকে পিঁড়ির উপর শুয়াইয়া হস্তির সম্মুখবর্ত্তি পাদ দ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখিয়া যাইত। তাহার নিদ্রাবস্থায় হস্তী শুঁড় নাড়িয়া মশা মাছি তাড়াইয়া দিত। ঘুম ভাঙ্গিলে যখন ঐ শিশু কান্দিতে আরম্ভ করিত তখন হস্তী অমনি শুণ্ডদ্বারা সাবধানে পিঁড়িখানি তুলিয়া আস্তে আস্তে দোলাইত। এই রূপে তাহাকে পুনর্ব্বার ঘুম পাড়াইত।

অপকার করিলে হস্তী অপকারির প্রত্যপকার করিয়া থাকে। ইহার দুই তিন উদাহরণ প্রদর্শন করা যাই-তেছে। পারিস্ নগরের এক পশুশালায় এক হস্তী ও হস্তিনী ছিল। দর্শকগণ তথায় যাইয়া উহাদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিতে চাহিলে রক্ষক সিপাহী তাহা দিতে দিত না। যখন যখন বারণ করিত হস্তিনীও সেই সেই সময়ে ক্রুদ্ধ

হইয়া সিপাহীর মাথায় জল ছিটাইয়া দিত। একদা অনেক লোক একত্র হইয়া এই কৌতুক দেখিতে তথায় গিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে এক জন ঐ হস্তিনীকে একখান রুটী দিতে উদ্যত হইলে সিপাহী যেমন বারণ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল হস্তিনী অমনি শুণ্ডদ্বারা তাহার মুখে জল ছিটাইয়া দিল। পুনর্ব্বার আর এক জন কিছু খাদ্য দ্রব্য দিতে চাহিলে সিপাহী বারণ করাতে হস্তিনী শুঁড় দিয়া তাহার বন্দুক কাড়িয়া লইল ও ক্রোধে উহা পায়ের তলে ফেলিয়া মোচড়াইয়া ভাঙ্গিল।

তানামঙ্কাসর দ্বীপে কোন মাহুত হাতির মাথায় আছাড় মারিয়া নারিকেল ভাঙ্গিয়া খাইয়াছিল। হস্তী সে দিন তাহাকে কিছুমাত্র বলে নাই। পরদিন মাহুত ঐ হাতী লইয়া বাজারে গিয়াছিল। হস্তী সম্মুখে কতকগুলি নারিকেল দেখিতে পাইয়া শুণ্ডদ্বারা একটা তুলিয়া লইল, এবং মাহুতের মস্তকে সেই নারিকেলদ্বারা এমত আঘাত করিতে লা।গল যে মাহুত সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল।

উপহাস করিলে হস্তী বুঝিতে পারে, এবং যাবৎ উহার প্রতিফল দিতে না পারে তাবৎ উহা বিস্মৃত হয় না। কোন ব্যক্তি ইউরোপের এক পশুশালায় হস্তি দেখিতে গিয়াছিল। তথায় উপস্থিত হইয়া হস্তির সম্মুখে এক-খান রুটী ধরিল। হস্তী উহা খাইবার প্রত্যাশায় শুঁড় বাড়াইল, কিন্তু সে আর খাইতে দিল না। হস্তী তাহার সেই উপহাস বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে তাহাকে এমন শুণ্ডাঘাত করিল যে দুই পাঁজর ভাঙ্গিয়া সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িল। হস্তী পুনর্ব্বার পা দিয়া চাপিয়া তাহার

পায়ের নলী ভাঙ্গিয়া দিল। ইহাতেই যে ক্ষান্ত হইল এমত নহে, দন্তদ্বারা তাহার শরীর বিদীর্ণ করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার ঊরুর দুই পার্শ্বে মাটিতে দাঁত বসিয়া গেল, ইহাতেই তাহার মৃত্যু নিবারণ হইল।

হস্তির সহিষ্ণুতা গুণ বিলক্ষণ আছে। একদা যুদ্ধ ক্ষেত্রে গুলি লাগিয়া একটা হস্তির মাংস ভেদ হইয়াছিল। ঔষধ দিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ দুই তিন দিন তাহাকে ঔষধালয়ে লইয়া গেলে তৎপরে সে স্বয়ং যথাকালে তথায় উপস্থিত হইত, এবং স্বচ্ছন্দে ক্ষতস্থানে ঔষধ দিতে দিত। চিকিৎসক কখন কখন ক্ষতে অগ্নি লাগাইয়া দিতেন, তাহাও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করিত। অত্যন্ত যাতনা বোধ হইলে দুঃখসূচক শব্দ করিত এইমাত্র, নতুবা ঔষধ দিবার সময় কোন প্রকারে নড়িত চড়িত না। যে চিকিৎসক আরাম করিয়াছিলেন হস্তী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিল।

শ্বেত হস্তী।

ব্রহ্ম দেশে কখন কখন শ্বেত হস্তীও দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্দেশীয় লোকেরা শ্বেত হস্তিকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করে। রাজারা উহাদিগকে অতিশয় আদর করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্বেত হস্তিকে বাটীতে ধরিয়া আনিয়া নানা প্রকার অলঙ্কার পরাইয়া দেন, উহার সেবার

নিমিত্ত অনেক দাস নিযুক্ত করেন, সুবর্ণের পাত্রে খাদ্য দ্রব্য দিয়া উহাকে আহার করান, এবং কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিয়োগ করেন না। রাজা যখন বাহিরে যান, হস্তিকে স্বর্ণমুক্তাদির অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত করিয়া অগ্রে অগ্রে লইয়া যান। যখন বাহিরে বার দিয়া বসেন, তখন ভৃত্যেরা শ্বেত হস্তিকে বাহিরে লইয়া গিয়া রাজাকে কহে, মহারাজ, হস্তী নমস্কার করিতে আসিয়াছে। পরে হস্তী রাজার সম্মুখে গিয়া তিন বার শব্দ করিয়া শুণ্ডদ্বারা নমস্কার করে। রাজাও সুবর্ণ পাত্রে খাদ্য দ্রব্য দিয়া খাইতে অনুমতি করেন। শ্বেত হস্তিকে তক্তার উপর রাখিয়া সুবর্ণ পাত্রস্থিত জলদ্বারা প্রতিদিন দুই বার স্নান করাইয়া দেয়, ও উত্তম পরিচ্ছদদ্বারা ভূষিত করে। শ্বেত হস্তী নাই বলিয়া যাঁহাদিগের সংস্কার আছে ব্রহ্ম দেশীয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহাদিগের সন্দেহ দূর হইবে।

ব্যাঘ্র।

ব্যাঘ্রের আকারাদি।

ব্যাঘ্র প্রায় আশিয়াতেই জন্মে। হিন্দুস্থানে ও তাহার নিকটবর্ত্তি উপদ্বীপে অনেক ব্যাঘ্র আছে, চীন ও তাতার দেশের উত্তর সীমাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যাঘ্র সিংহ অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। ইহার তুল্য হিংস্র জন্তু আর নাই। যাবতীয় চতুষ্পাদ জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার বর্ণ ধূসর, মুখের পেটের ও গলদেশের বর্ণ ঈষৎ শুক্ল। ব্যাঘ্রের চর্ম্ম চিক্কণ, কোমল, ও অনেক রেখায় অঙ্কিত, এজন্যে কোন কোন দেশে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, এবং অনেক কর্ম্মে লাগে। চীন দেশের বিচারকর্ত্তারা ব্যাঘ্রের চর্ম্মদ্বারা বসিবার গদি ও বালিশ প্রস্তুত ও আসন আচ্ছাদিত করেন। সে দেশে উহার মূল্য অধিক।

সিংহ ও ব্যাঘ্র উভয়ই হিংস্র জন্তু। কিন্তু সিংহের যেরূপ উদার স্বভাব ব্যাঘ্রের সেরূপ নয়। সিংহকে না রাগাইলে সে মনুষ্যকে কিছু বলে না, ও ক্ষুধিত না হইলে অকারণে প্রাণি বধ করে না; কিন্তু ব্যাঘ্র উদর পরিপূর্ণ থাকিলেও পশু মানুষ যাহাকে সম্মুখে দেখে তাহাকেই বিনাশ করে। ব্যাঘ্র করভ ও গণ্ডারকেও আক্রমণ করে, কখন কখন সিংহের সহিতও যুদ্ধ করে, গৃহপালিত পশুদিগকেও ধরিয়া লইয়া যায়। সুতরাং ব্যাঘ্র যেখানে থাকে সাধ্যানুসারে সেখানকার সর্ব্বনাশ করিতে ত্রুটি করে না।

ব্যাঘ্রের শব্দ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইহারা রাত্রিকালে অতিশয় শব্দ করে। গভীর অন্ধকার রাত্রিতে, যখন অন্য কোন শব্দ শুনা যায় না, তখন উহার শব্দ শুনিলে গভীর ও ভয়ঙ্কর বোধ হয়।

ব্যাঘ্রের শক্তি ও পরাক্রম।

গো, মহিষ, ঘোটক প্রভৃতি বড় বড় পশুকেও ব্যাঘ্র শীকার করে, এবং অনায়াসে বহিয়া লইয়া যায়। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ভার লাঘবের নিমিত্ত তাহাদের নাড়ী সকল বাহির করিয়া ফেলে। লইয়া যাইবার সময় অতি বেগে যায়, ও কিছুমাত্র ভয় প্রকাশ করে না। ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া পশুদিগের উপর পড়ে, ও এক চপেটাঘাতে এক কালে তাহাকে ভূতলে পাতিত করে।

কাপ্তেন হেমিল্টন সাহেব লিখিয়াছেন, সিন্ধু দেশে কোন কৃষকের একটা মহিষ দৈবাৎ পঙ্কে পতিত হইয়াছিল।

কৃষক অনেক লোক জন আনিয়া তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সেই লোকদ্বারা মহিষকে পঙ্কহইতে উদ্ধার করা অসাধ্য বুঝিয়া আরও অধিক লোক আনিতে গেল। ইত্যবসরে একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র তথায় আসিয়া অনায়াসে মহিষকে পঙ্কহইতে তুলিল, এবং স্কন্ধে ফেলিয়া লইয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে কৃষক আসিয়া পৌঁছিল। ব্যাঘ্র জনতা দেখিয়া মহিষ ফেলিয়া বনে পলায়ন করিলে সকলে মহিষের নিকটে গিয়া দেখিল ব্যাঘ্র তাহার প্রাণবধ করিয়া রক্ত পান করিয়াছে।

তাতাড় সাহেব তিন হস্তির সহিত এক ব্যাঘ্রের যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি কহেন, চারি দিকে শত হস্ত পরিমিত কাষ্ঠের বেড়া দেওয়া এক স্থানে একটা ব্যাঘ্র ও তিনটা হস্তী ছাড়িয়া দিল। ব্যাঘ্রের নখরাঘাত ভয়ে হস্তির মস্তক ও শুণ্ডের উপরিভাগ চর্ম্মনির্ম্মিত বালিশ দিয়া আচ্ছাদন করিয়া দিয়াছিল। ব্যাঘ্র সম্পূর্ণরূপে লম্ফ প্রদান করিতে না পারে, এজন্যে তাহার পা রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করা ছিল। একটা হস্তী প্রথমতঃ ব্যাঘ্রের নিকটে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুই তিন শুণ্ডাঘাত করিল। ব্যাঘ্র শুণ্ডাঘাতে কাতর হইয়া মৃতপ্রায় ভূতলে পড়িয়া রহিল। কিন্তু পায়ের দড়ি কাটিয়া দিলে পর ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া হাতির শুঁড় ধরিবার জন্যে এক লম্ফ দিল। হস্তীও বুদ্ধি পূর্ব্বক শুণ্ড সঙ্কোচ করিয়া দন্তদ্বারা ব্যাঘ্রকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল। ব্যাঘ্র ভূমিতে পড়িয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইল, পুনর্ব্বার আর হস্তিকে আক্রমণ করিতে পারিল না, কাটরার ধারে ধারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যখন ব্যাঘ্র

বহিঃস্থিত মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এমত সময়ে তিনটা হস্তী আসিয়া তাহাকে এমন শুণ্ডাঘাত করিল যে সে মৃতকল্প হইল। অনন্তর ব্যাঘ্র কেবল পলায়নেরই চেষ্টা করিতে লাগিল। যদি ভৃত্যেরা ব্যাঘ্রকে রক্ষা না করিত, তাহা হইলে সংগ্রামে অবশ্যই ব্যাঘ্রের মৃত্যু হইত।

যাহা হউক্ এক্ষণে সকলে অনুমান করিয়া দেখুন ব্যাঘ্রের কত শক্তি, কত পরাক্রম, ও কতই বা সাহস। ব্যাঘ্র সম্পূর্ণ বয়স্ ও পূর্ণ পরাক্রম প্রাপ্ত না হইতেই ধৃত হইয়াছিল। তাহাতে আবার তিনটা বলবান্ হস্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইল। আবার পাছে ব্যাঘ্র হস্তির প্রাণবধ করে, এই ভয়ে ব্যাঘ্রের পা রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ ছিল, ও হস্তিদিগের যেখানে যেখানে কোমল চর্ম্ম সেই সেই স্থান আবৃত করিয়া দিতে হইয়াছিল।

নবদ্বীপের অধিপতি রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় প্রায় প্রতিবৎসর ব্যাঘ্রের যুদ্ধ দেখিতেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টীয় অব্দে তিনি মাটিয়ারিহইতে কৃষ্ণনগরে এক ব্যাঘ্র আনিয়াছিলেন। ঐ ব্যাঘ্র লম্বে লাঙ্গূল সমেত সাড়ে এগার হাত। নির্দ্ধারিত দিবসে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতি যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিলেন। একটা বড় কাটরার মধ্যে ঐ ব্যাঘ্রকে রাখিয়া প্রথমতঃ একটা বৃহৎ বন্য বরাহ ছাড়িয়া দিল। ব্যাঘ্র শূকরকে তুচ্ছবোধ করিয়া প্রথমতঃ কিছুই বলিল না, অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া অকুতোভয়ে বসিয়া রহিল। পরে লোকেরা উৎপাত করাতে কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া এক লাফে শূকরকে আক্রমণ করিয়া তাহার রক্তপান করিল।

চতুর্দিকে প্রায় পাঁচ সহস্র লোক দণ্ডায়মান ছিল, তাহাতে ব্যাঘ্র কিঞ্চিন্মাত্রও শঙ্কা প্রকাশ করিল না। পরে একটা করভকে কাটরার ভিতর ছাড়িয়া দিল। এই করভ ইহার পূর্ব্বে আর কখন ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করে নাই। সে কাটরার মধ্যে গতমাত্র ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার শুঁড় ধরিয়া রহিল। করভ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চীৎকার ধ্বনি পূর্ব্বক ইতস্ততঃ শুণ্ড সঞ্চালন করিয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইল।

তৎপরে রাজা এক সুশিক্ষিত বৃহৎ হস্তিকে কাটরার ভিতর ছাড়িয়া দিতে অনুমতি করিলেন। হস্তী তথায় প্রবেশ করিলে ব্যাঘ্র তাহার পৃষ্ঠস্থিত মাহুতের রক্ত পান করিবার আশয়ে চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হস্তীও মাহুতের রক্ষার্থে উপরে শুণ্ড সঞ্চালন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র হঠাৎ হস্তির পশ্চাদ্ভাগে গিয়া তাহার লাঙ্গূল ধরিল। হস্তী শুণ্ডদ্বারা ব্যাঘ্রকে ধরিবার সুযোগ না পাইয়া শশব্যস্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পরে বুদ্ধি পূর্ব্বক কাটরার কাষ্ঠে পশ্চাদ্ভাগ ঘর্ষণ করাতে ব্যাঘ্র লাঙ্গূল ছাড়িয়া দিয়া কাটরার এক কোণে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল। যে স্থানে এই ব্যাপার হইতেছিল তাহার নিকটে এক বারদ্বারি অট্টালিকা ছিল। ঐ অট্টালিকার উপরে বসিয়া রাজা ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ সকলে যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। ব্যাঘ্র তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার আশয়ে এক লম্ফ প্রদান করিল। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ব্যাঘ্রের নখ চিহ্নিত স্থান পরিমাণ করিয়া সকলে স্থির করিয়াছিলেন যে ব্যাঘ্র এক লাফে বার হাত ঊর্দ্ধ্বে উঠিয়াছিল। পরে কৃতকার্য্য

হইতে না পারিয়া যেমন ভূতলে পড়িল অমনি হস্তী শুণ্ডদ্বারা জড়াইয়া পাদ্বারা চাপিয়া ব্যাঘ্রের প্রাণ সংহার করিল।

১৮১৫ খ্রীষ্টীয় অব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের পুত্র রাজা গিরীশচন্দ্র রায় ব্যাঘ্রের যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। বর্ণেট্, লেইন্, ডীল্ প্রভৃতি সাহেবেরাও যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঘ্র আপনার আশ্চর্য্য বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক এক বল-বান্ মহিষকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কাটরা ভাঙ্গিয়া পলাইবার চেষ্টা করাতে রাজা প্রথমে এক শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু উহা ব্যাঘ্রের গায়ে না লাগাতে সাহেবেরা রাজাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার আর এক শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শর ব্যাঘ্রের উদরে বিদ্ধ হইল। ব্যাঘ্র শরবিদ্ধ হইয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে সমাগত দর্শকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তখন রাজা ব্যাঘ্রকে এক গুলি মারিলেন। ব্যাঘ্র যেমন বসিয়াছিল গুলির আঘাতে অমনি বসিয়াই প্রাণত্যাগ করিল।

ব্যাঘ্রের হিংস্রতা।

ব্যাঘ্র অতি হিংস্র জন্তু, কোন রূপে মনুষ্যের বশীভূত হয় না। ইহার এতাদৃশ শক্তি ও পরাক্রম কেবল লোক-দিগের ভয়ের নিমিত্তই হইয়াছে। কিছুতেই এই পশুর স্বভাবের পরিবর্ত্ত হয় না। স্নেহ প্রকাশ কর অথবা

নির্দ্দয়রূপে শাসন কর, কোন মতেই ব্যাঘ্র নম্র হয় না। যে ব্যক্তি প্রত্যহ আহার দেয়, ও যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রহার করে, উভয়কেই ব্যাঘ্র আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। প্রাণি দেখিলেই ব্যাঘ্রের হিংসা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। যখন যাহা দেখে উগ্র দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে, এবং গর্জ্জন ও দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া সকলকে ভয় দেখায়। ব্যাঘ্র পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়াও আপনাকে মুক্ত ভাবিয়া কখন কখন লোকদিগকে আক্রমণ করিবার জন্যে লম্ফ দিয়া থাকে।

সাহাওজিয়াল পরগণার অন্তঃপাতি আড়িয়া গ্রামে অনেক বন আছে। মধ্যে মধ্যে ঐ বনে ব্যাঘ্র আসিয়া থাকে। একদা তদ্গ্রামবাসী গৌরীচরণ সরকার নামক এক ব্রাহ্মণ বাঁশ কাটিবার নিমিত্ত কুঠার হস্তে করিয়া বনে গিয়াছিল। তথায় এক ব্যাঘ্র গর্ত্তের মধ্যে নিদ্রিত ছিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে ব্যাঘ্র ঘ্রাণ শক্তিদ্বারা মনুষ্য বনে আসিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দূরহইতে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া ভয়ে এক নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করিল। ব্যাঘ্রও অনতিবিলম্বে ঐ তরুতলে উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিল কি রূপে ইহার রক্ত পান করিব। পরে হিংসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিলে ব্যাঘ্র দন্ত কিড়িমিড়ি ও ক্রোধ দৃষ্টিতে নেত্রপাত করিয়া ব্রাহ্মণকে নামিয়া আসিতে সঙ্কেত করিল। কিন্তু সে না নামাতে ব্যাঘ্র ক্রোধান্বিত হইয়া সম্মুখের পাদদ্বারা জড়াইয়া নখদ্বারা বৃক্ষের স্কন্ধদেশে আঁচড়াইতে লাগিল। পরে ব্রাহ্মণ অতি সাহস পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের মস্তকে এক সাং-

ঘাতিক কুঠারাঘাত করাতে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। তথাপি সে সেখানহইতে নড়িল না, বরং প্রতিফল দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ সাতিশয় ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করাতে গ্রামস্থ লোকেরা আসিয়া চারি দিকে দণ্ডায়মান হইল। তাহা দেখিয়াও ব্যাঘ্র ভয় পাইল না। ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্রকে আহত জানিয়া ও লোকদিগকে চারি দিকে সমাগত দেখিয়া সাহস পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ব্যাঘ্রের মস্তকে আঘাত করিবার মানসে যেমন হস্ত বাড়াইল ব্যাঘ্র অমনি সেই হস্ত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিল, ও মস্তকে দুই তিন চপেটাঘাত করিয়া গায়ের চর্ম্ম খুলিয়া ফেলিল। একটা লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয় দেখিয়া সমাগত লোকেরা ব্যাঘ্রকে তাড়াইবার চেষ্টা করিল। ব্যাঘ্র কুঠারাঘাতে অতিশয় ব্যথিত হইয়াও সম্মুখবর্ত্তি দুই তিন জনকে চপেটাঘাত করিয়া বন প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ পাঁচ দিনের পর প্রাণ ত্যাগ করিল, এবং সকলে দেখিয়াছিলেন ছয় দিনের পর ব্যাঘ্রও বনে মরিয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন ব্যাঘ্র জাতি কিরূপ হিংস্র জন্তু। এই ব্যাঘ্রটা একে কুঠারদ্বারা সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল, তাহাতে আবার চারি দিকে লোকারণ্য হইল, তথাপি কিছুমাত্র ভয় পাইল না, বরং চারি দণ্ড কাল ক্রমিক আঘাতকারিকে প্রতিফল দিবার জন্যে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া সেই খানে দণ্ডায়মান ছিল।

স্বীয় সন্তানের প্রতি ব্যাঘ্রের স্নেহ।

সিংহীর ন্যায় ব্যাঘ্রীও এক বারে চারি পাঁচ সন্তান প্রসব করে। ব্যাঘ্রী স্বভাবতঃ রোষপরবশ, তাহাতে আবার যদি কেহ শাবক অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আরও কোপাবিষ্ট হয়, ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অপহারকের অন্বেষণ করিতে থাকে। ব্যাঘ্রী অপহৃত সন্তানদিগের অন্বেষণে শীঘ্র প্রবৃত্ত হইতে না পারে, এ জন্যে অপহারকেরা সকল শাবক না লইয়া একটী রাখিয়া যায়। ব্যাঘ্রী আসিয়া প্রথমতঃ সেই সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া কোন এক তরুতলে রাখে; পরে অন্যান্য সন্তানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে কিছু বিলম্ব হয়। অপহারকেরা ঐ সময়ের মধ্যে অনায়াসে অধিক দূর যাইতে পারে। যদি তাহারা আপন বাটীতে অথবা সমুদ্রতীরে লইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাঘ্রী গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বাটী ও সমুদ্রতীর পর্য্যন্তও সন্তানের অন্বেষণ করিতে যায়। কিন্তু বাটীর দ্বার রুদ্ধ থাকিলে অথবা অপহারকেরা নৌকায় আরোহণ করিলে যখন ব্যাঘ্রী সন্তানদিগের প্রাপ্তি বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হয়, তখন এতাদৃক্ শোকসূচক শব্দ করে যে তাহা শুনিয়া সকলের ভয় ও দুঃখ জন্মে।

অন্যান্য জন্তুর প্রতি ব্যাঘ্রের স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা।

যে পর্য্যন্ত ব্যাঘ্র পূর্ণ বয়স্ প্রাপ্ত না হয় তাবৎ মনুষ্যের কিঞ্চিৎ বশীভূত থাকে, এবং প্রতিপালকের সহিত ক্রীড়া

কৌতুক করে। একষট্টি বৎসর হইল এক ব্যাঘ্রশিশু পীৎ নামক জাহাজদ্বারা চীনদেশহইতে লণ্ডন নগরে নীত হইয়াছিল। ঐ শিশু দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। সে বিড়ালশিশুর ন্যায় সকল লোকের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিত, কাহারও কোন অনিষ্ট করিত না। নাবিকগণের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত। নাবিকেরা কখন কখন তাহার পৃষ্ঠে মস্তক দিয়া শয়ন করিত, তথাপি সে কিছু বলিত না। ব্যাঘ্র নাবিকদিগের অজ্ঞাতসারে কখন কখন তাহাদিগের খাবার মাংস চুরি করিয়া খাইত। একদা জাহাজের এক জন কর্ম্মকারকের খাবার মাংস লুকাইয়া খাইতেছিল, সে তাহা টের পাইয়া তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের নিকটে আসিয়া তাহার মুখহইতে মাংস কাড়িয়া লইল, এবং অতিশয় প্রহার করিল। ব্যাঘ্র ধৈর্য পূর্ব্বক প্রহার সহ্য করিয়া রহিল। ঐ ব্যাঘ্র কখন কখন আড়া মাস্তুলের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িয়া যাইত, কখন বা বিড়ালের ন্যায় জাহাজের রজ্জু ধরিয়া উঠিত, ও সাবধানে নানা ক্রীড়া কৌতুক করিত। ঐ জাহাজে এক কুক্কুর ছিল, ব্যাঘ্রশিশু তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত, ও তাহার সহিত সর্ব্বদা খেলা করিত। ব্যাঘ্র যখন জাহাজে আনীত হয় তখন তাহার বয়স্ দেড়মাসের অধিক নহে। যখন লণ্ডন নগরে গিয়া পৌঁছিল তখন তাহার বয়স্ দশ মাস। ঐ ব্যাঘ্র ইংলণ্ডের অধীশ্বরকে উপঢৌকন দেওয়াতে তাঁহার অনুমতিক্রমে উহা রাজকীয় পশুশালায় রক্ষিত হইল। তাহাকে সকলে হারি বলিয়া ডাকিত। রক্ষক নাম ধরিয়া ডাকিয়া কোন সঙ্কেত করিলে সে তাহা বুঝিতে পারিত, ও

তদনুরূপ কর্ম্ম করিত। ঐ ব্যাঘ্র পনর বৎসর পর্য্যন্ত কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই, কিন্তু তৎপরে উহার আর কোন বৃত্তান্ত শুনা যায় নাই।

পীৎ জাহাজের যে কর্ম্মকার চীন দেশ হইতে ঐ ব্যাঘ্রের সঙ্গে আসিয়াছিল সে দুই বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল পরে আর এক বার কার্য্যক্রমে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইল। একদা ঐ ব্যাঘ্র দেখিতে তথাকার রাজকীয় পশু-শালায় গেল। সে যাইবা মাত্র ব্যাঘ্র তাহাকে চিনিতে পারিল, এবং সুস্থির হইয়া পিঞ্জরে গাত্রঘর্ষণ পূর্ব্বক আ-হ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। ঐ ব্যক্তি পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। ব্যাঘ্র তাহার গায়ে গা ঘষিয়া হাত চাটিয়া বিড়ালের ন্যায় তাহার শরীরে সম্মুখের পা তুলিয়া দিল। কর্ম্মকার দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত পিঞ্জরের মধ্যে থাকিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল কি রূপে এক্ষণে পিঞ্জরের বহির্গত হই; ব্যাঘ্র আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসে, অতএব সহজে যাইতে দিবে না। ব্যাঘ্রকে প্রতারণা করিয়া কৌশলক্রমে এখানহইতে যাইতে হইবে। পরে রক্ষকের উপদেশক্রমে সে ব্যাঘ্রহইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হইল। রক্ষকও সময় বুঝিয়া মধ্যের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। এই রূপে ব্যাঘ্রের সহিত বিভিন্ন হইয়া কর্ম্মকার পিঞ্জরহইতে বহির্গত হইল।

১৮০১ খ্রীষ্ট অব্দে একদা এক ব্যাঘ্রকে যথেষ্ট খাদ্য দ্রব্য দিয়া রক্ষকেরা তাহার পিঞ্জরের মধ্যে একটা কদাকার কুক্কুরশাবক ফেলিয়া দিয়াছিল। ব্যাঘ্র স্বচ্ছন্দে উহাকে আপনার নিকট থাকিতে দিত। ক্রমে ক্রমে উহাকে এমত

ভাল বাসিতে লাগিল যে যখন উহাকে আহার করাইতে পিঞ্জরহইতে বাহির করিত তখন ব্যাঘ্র অতিশয় চঞ্চল ও অসুখী হইত; এবং ঐ কুক্কুরী পুনর্ব্বার পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্যাঘ্র তাহার সর্ব্ব শরীর চাটিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিত। রক্ষকেরা প্রায় প্রতিদিন ব্যাঘ্রের ভোজন সময়ে কুক্কুরীকে পিঞ্জরহইতে বাহির করিত, কোন কোন দিন ভ্রমক্রমে বাহির করিতে বিস্মৃতও হইত; সে সময়ে খাদ্য দ্রব্য পাইয়া কুক্কুরী ব্যাঘ্রের সহিত খাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু ব্যাঘ্র কোন প্রকারে সম্মত হইত না।

কিছু দিন পরে ঐ কুক্কুরীর পরিবর্ত্তে আর এক কুক্কুরীকে ব্যাঘ্রের নিকটে রাখিতে ইচ্ছা করিয়া রক্ষকেরা ব্যাঘ্রের আহারের সময়ে উহাকে বাহির করিল, ও আর এক কুক্কুরীকে পিঞ্জর মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিল। ব্যাঘ্র পূর্ব্ববৎ তাহাকেও চাটিতে লাগিল। কুক্কুরী প্রথমতঃ অতিশয় ভীত হইয়াছিল, কিন্তু তিন চারি ঘণ্টা পরেই তাহার ভয় দূর হইল। অনন্তর ব্যাঘ্র তাহার সহিত খেলা করিতে লাগিল। কুক্কুরী পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ে শব্দ করিতে করিতে ব্যাঘ্রের মুখে দন্তাঘাত করিয়াছিল, তথাপি ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হয় নাই, ও উহাকে কিছু মাত্র বলে নাই। এ কুক্কুরীও পূর্ব্ব কুক্কুরীর ন্যায় ব্যাঘ্রের সহিত এক পিঞ্জরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই কালে কুক্কুরী গর্ভবতী ছিল। প্রসবের সময়ে রক্ষকেরা উহাকে চারি দিন পর্য্যন্ত ব্যাঘ্রের নিকটে যাইতে দিল না। কুক্কুরীও সেই সময়ে প্রসব হইয়া সন্তানদিগকে পোষণ করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র কুক্কুরীকে না দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত

হইয়াছিল। প্রসবের এক মাসের পর কুক্কুরী কোন লোকের চরণদ্বারা আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে ব্যাঘ্র আরও অনেক দিন পর্য্যন্ত শোকার্ত্ত ও ব্যাকুল ছিল।

তৎপরে রক্ষকেরা পিঞ্জরে অনেকানেক কুক্কুর রাখিয়াছিল, ব্যাঘ্র কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই। কোন গ্রন্থকার এই সকল ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন। তিনি আরও কহেন যে, যাঁহার ঐ ব্যাঘ্র একদা তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; এবং তিনি আমাকে কহিলেন ঐ ব্যাঘ্র তাঁহার অত্যন্ত বশতাপন্ন, তিনি অনায়াসে নির্ভয়ে উহার পিঞ্জর মধ্যে গতায়াত করিয়া থাকেন।

এই গ্রন্থরচক লাসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে যৎ কালে আমি বালক ছিলাম লোকদিগকে কৌতুক দেখাইবার জন্যে এক ব্যক্তি ব্যাঘ্র লইয়া লণ্ডন নগরে আসিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম সে অনায়াসে প্রতিপালিত ব্যাঘ্রের পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিল, ব্যাঘ্রের গায়ে আঘাত করিল, এবং তাহার সহিত নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিল। বিশেষতঃ ঐ ব্যক্তি ব্যাঘ্রের মুখের ভিতর আপনার হস্ত দিয়া যাবৎ বাহির করিয়া না লইল তাবৎ ব্যাঘ্র খেলা করিতে লাগিল।

জয়দ্বীপ পরগণার অন্তর্গত বলরামনগর গ্রামে ব্যাধেরা জাল দিয়া এক ব্যাঘ্রকে ঘেরিয়াছিল। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হওয়াতে সেই স্থানে এক টোঙ প্রস্তুত করিয়া তথায় এক ব্যক্তিকে রাখিয়া আর আর সকলে আলয়ে চলিয়া

গেল। প্রভাত হইলে ঐ ব্যক্তি ব্যাঘ্রের আহারের নিমিত্ত একটা ছাগলের ছানা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। ব্যাঘ্র ক্ষুধায় অতিশয় কাতর ছিল, সুতরাং উহা পাইবামাত্র আহার করিল। পরে আর আর সকলে আসিয়া ব্যাঘ্রকে ধরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া দুই তিন লক্ষ দেওয়াতে জালের ফিক্‌নার বাঁশ পড়িয়া গেল, এবং জালও নীচে পড়িল। পরে লোকেরা অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই বাঁশ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমত সময়ে ব্যাঘ্র এক লক্ষ দিয়া জালের বাহিরে পড়িল। বাহিরে পড়িয়া দুই চারি ব্যক্তিকে চপেটাঘাতপূর্ব্বক পলাইয়া গেল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাকে আহার দিয়াছিল তাহাকে কিছু মাত্র বলিল না।

ব্যাঘ্রের স্বভাব।

ব্যাঘ্র স্বভাবতঃ অতিশয় রোষপরবশ, এবং রোষের সময়ে আর আর কৌশল বিস্মৃত হইয়া কেবল শক্তিদ্বারাই ইষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু যখন ক্রোধ না থাকে তখন বুদ্ধি পূর্ব্বক নানা কৌশল প্রকাশ করিয়া ইষ্ট সম্পাদন করে। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। ১৮০৮ খ্রীষ্টীয় অব্দে হল্‌দা পরগণার অন্তর্গত কাঁদবিলা গ্রামে এক বৃহৎ ব্যাঘ্র আসিয়াছিল। সে মনুষ্য গো প্রভৃতির গতায়াত পথের প্রান্তে গুপ্ত ভাবে বসিয়া থাকিত। মনুষ্য অথবা কোন জন্তু পথ দিয়া চলিয়া গেলে হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলিত, এবং মৃত দেহ

লইয়া চলিয়া যাইত। কখন কখন কেবল রক্ত পান করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া প্রস্থান করিত। ব্যাঘ্র সম্মুখের পা দিয়া দ্বার খুলিয়া গৃহহইতে মনুষ্য ধরিয়া লইয়া যায়। ইহারা প্রায় লোকালয়েই থাকে। কিন্তু ফেউ লাগিলে নিবিড় বনে চলিয়া যায়।

১৭৯২ খ্রীষ্টীয় অব্দে সাগর উপদ্বীপে হেক্‌টর সাহেব ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। হেক্‌টর সাহেবের এক জন সঙ্গী তাঁহার মরণ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়াছেন। তিনি কহেন যে আমরা হরিণ শীকার করিতে উপদ্বীপে গিয়াছিলাম। তথায় হরিণও ছিল ব্যাঘ্রও ছিল। আমরা ব্যাঘ্রের ভয় না করিয়া প্রতিদিন দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে গুলি ও বন্দুক লইয়া শীকার করিতে যাইতাম। একদা তথায় কোন বনের নিকটে বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলাম, এমত সময়ে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলাম, এবং দেখিলাম একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র হেক্‌টর সাহেবকে মুখে করিয়া দৌড়িয়া বনে যাইতেছে। ব্যাঘ্রীও তাহার সঙ্গে আছে। আমরা সাহেবের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সাতিশয় ভীত ও শোকান্বিত হইলাম। আমাদিগের মধ্যে এক জন ব্যাঘ্রকে গুলি মারিল, তাহাতে ব্যাঘ্র কিছু ভীত হইল। আর এক জন আর এক গুলি মারিল। পরে অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমাদিগের বন্ধু রক্তাক্তশরীর হইয়া আমাদিগের নিকটে আসিলেন। অনেক চিকিৎসা করা গেল কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যাঘ্রের দন্তে ও নখরে এমত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন যে

কোন প্রকারে আর সুস্থ হইতে পারিলেন না। চব্বিশ ঘণ্টার পর তাঁহার মৃত্যু হইল। আশ্চর্য্য এই, আমাদিগের নিকটে অগ্নি জ্বলিতেছিল, এবং সেই দেশের দশ জন লোক আমাদিগের সমভিব্যাহারে ছিল, তথাপি ব্যাঘ্রটার কিছুমাত্র ভয় জন্মিল না। আমরা অতি শীঘ্র সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক জাহাজের নিকটে যাইতেছিলাম, ইতিমধ্যে দেখিলাম ব্যাঘ্রটাও আমাদের অন্বেষণ করিতে করিতে তীরে উপস্থিত হইল, এবং যে পর্য্যন্ত আমাদিগকে দেখিতে পাইল তাবৎ সেই খানে বসিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল।

১৮১২ খ্রীষ্টীয় অব্দে মান্দরাজের নিকটবর্ত্তি কোন অরণ্যে ইংরাজদিগের কতিপয় সেনাপতি একত্র বসিয়া আহার করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইয়া এক জন যুব সেনাপতিকে আক্রমণ করিল, ও তাঁহাকে ধরিয়া আপন পৃষ্ঠে ফেলিয়া লাঙ্গূল সঞ্চালন করিতে লাগিল। সঙ্গি লোকেরা এই ব্যাপার দেখিয়া প্রথমতঃ স্তম্ভিতপ্রায় হইয়াছিল, অনন্তর স্বীয় স্বীয় অস্ত্র লইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইল, এবং এই বিবেচনা করিতে লাগিল যে ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়া অগ্রেই মস্তকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক প্রাণ বধ করে। ব্যাঘ্রধৃত সেনাপতিকেও স্পন্দরহিত দেখিতেছি, অতএব ব্যাঘ্র ইহাঁর প্রাণ বধ করিয়াছে, কি ইনি জীবিত আছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না। যদি সেনাপতি জীবিত থাকেন, আর যদি আমরা ব্যাঘ্রের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিলে তাঁহার গায়ে লাগে, তাহা